CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-280 ■ 10 July, 2026 ■ আগরতলা ১০ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৫ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃষ্টির ভ্রূকুটি, ফুঁসছে নদী

মনু নদীর জল চূড়ান্ত বিপদসীমার ওপরে, কৈলাশহরে বন্যা আতঙ্কে নগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ জুলাই ।। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কৈলাশহর মহকুমার গৌরনগর ব্লকের ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। লাগাতার বৃষ্টির ফলে ইরানি ও পূর্ব ইয়াজপুরের মধ্যবর্তী সোনাছড়ি ছড়ার জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্রোতে স্থানীয় বাসিন্দা মুক্তার আলীর দ্বিতল পাকা বাড়ির পিছনের অংশের মাটি ধুয়ে যায়। পরিবারের দাবি, গভীর রাতে ছড়ার তীব্র স্রোতে বাড়ির ভিত - এর নিচের মাটি ক্ষয় হতে শুরু করে। বর্তমানে বাড়িটি যে কোনও মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবারের সদস্যরা। বাড়িটিতে বসবাসকারী চারটি পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কৈলাশহরে মনু নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করে প্রবাহিত হওয়ায় জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ মনু নদীর জলস্তর রেকর্ড করা হয় ২৪.৫২ মিটার, যেখানে নদীর চূড়ান্ত বিপদসীমা ২৪.৫০ মিটার। সন্ধ্যায় জলস্তর বেড়ে হয়েছে ২৪.৫৩ মিটার। ফলে নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে জল ঢুকে পড়ায় বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

খোয়াইয়ে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি বিপদসীমার কাছাকাছি নদীর জলস্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। টানা কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে খোয়াই জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। দ্রুত বাড়ছে খোয়াই নদীর জলস্তর। নদীর উপচে পড়া জল ইতিমধ্যেই শহর ও নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকার বাড়িঘর এবং কৃষিজমিতে ঢুকে পড়েছে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিঘার পর বিঘা ধানক্ষেত, ফলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই নদীর জলস্তর বিপৎসীমার দিকে এগিয়ে চলায় নদীতীরবর্তী এলাকায় হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে সমতল পদ্মবিল, পশ্চিম গণকী, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে টানা বর্ষণে ফেনী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, সরেজমিনে পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ জুলাই ।। টানা বর্ষণের জেরে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিনে পরিদর্শনে যান মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক।

পরিদর্শনকালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু থেকে ফেনী নদীর জলস্তর পর্যবেক্ষণ করেন মহকুমা শাসক। তিনি জানান, বর্তমানে নদীর জল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও বুধবার গভীর রাতে জলস্তর ১৬.৮০ মিটার পর্যন্ত পৌঁছে বিপদসীমার খুব কাছাকাছি চলে আসায় সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বৃষ্টির ঝাপটায় লাগামহীন ক্ষয়ক্ষতি

খুলেছে ৭৮টি ত্রাণ শিবির আশ্রয়ে ১০ সহস্রাধিক মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। টানা ভারী বর্ষণের জেরে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় বন্যা, ভূমিধস এবং বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্য জরুরি পরিচালন কেন্দ্র -এর প্রকাশিত দৈনিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ৭৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ২,৭৮৭টি পরিবারের মোট ১০,৯০৫ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারী বৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত মোট ৮৬২টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪টি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, ৯৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৭১৭ টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। বৈদ্যুতিক খুঁটি বা স্কুল ভবনেরও উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের পর প্রদান করা হবে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে একটি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। সেই শিবিরে ২৫ পরিবারের ৮০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। উনকোটি জেলায় মোট ৩৫টি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। তার মধ্যে কুমারঘাট মহকুমায় ২৩ টি শিবির রয়েছে। স্বেতিশটি শিবিরে ৬৬১ টি পরিবারের ২৭২৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

অন্যদিকে কৈলাশহর মহকুমায় ১২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বারটি শিবিরে ৭৫৪ পরিবারের ৩৩৪১ জন সদস্য আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ মোট ৪৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে উনকোটি জেলায়। এই শিবিরগুলিতে প্রায় ১,৪১৫টি পরিবারের ৬,৬৬৮ জন আশ্রয় নিয়েছেন। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ২০টি ত্রাণ শিবিরে প্রায় ৫০০টি পরিবারের ১,৮৩৯ জন এবং কমলপুর মহকুমায় আরও কয়েকটি ত্রাণ শিবিরে ২৩টি পরিবারের ৭৪ জন আশ্রয় নিয়েছেন। লংতরাই ভ্যালিতে ৬৪টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৮৫টি মারাত্মক এবং ৫৮২টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমবাসায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩টি বাড়ি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০টি বাড়ি। গন্ডাতুইসাতে মারাত্মভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬২টি বাড়ি। প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হচ্ছে। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই মহকুমা মিলিয়ে ২২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া ২০ টি শরণার্থী শিবিরে ৭৩৪ পরিবারের ২৫১২ জন আশ্রয় নিয়েছেন। খোয়াইয়ের দুটি শরণার্থী শিবিরে এ ৯০ পরিবারের ৩৩২ জন আশ্রয় নিয়েছেন। খোয়াই জেলার নাটুনছড়া-দাসগরিয়া সড়ক এবং তেলিয়ামুড়ার মুন্সিয়াকামী এলাকায় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পীযূষ গোয়েল ও জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ডেস্টিনেশান ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের সূচনা করে এভাবেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। আজ থেকে আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনের অডিটরিয়ামে ত্রিপুরা শিল্প বানিজ্য দপ্তর ও ফিকি আয়োজিত দুদিনের ডেস্টিনেশান ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ - ২০২৬ শুরু হয়েছে। বিজনেস কনক্লেভের সুচনা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। কনক্লেভে দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিল্পসংস্থা, উদ্যোগপতি ও বিনিয়োগকারী অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশন, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, ফিলিপিন্স, উজবেকিস্তান, কাজাখিস্তান, রিপাবলিক অব টিমোর লেস্তে, চিলি ও লাউস- পিডিআর প্রভৃতি ৯টি দেশের রাষ্ট্রদূতগণ অংশ গ্রহন করেন।

অনুষ্ঠানে নয়াদিল্লি থেকে ভার্চুয়াল ভাবে অংশ নেন কেন্দ্রীয় শিল্প বানিজ্য মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল, উত্তর পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া। কনক্লেভে হোটেল শিল্প, পর্যটন পরিষেবা, তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাঁশ শিল্প, প্রাকৃতিক রাবার, চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে মউ চুক্তি বিনিময় করা হয়। ভার্চুয়াল ভাষণে কেন্দ্রীয় শিল্প বানিজ্য মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়েগের জন্য ত্রিপুরা অন্যতম উপযুক্ত এক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শক্তিশালী পরিকাঠামো ও ব্যবসা-বান্ধব নীতি বড় বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন, ত্রিপুরা দেশের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। তিনি বলেছেন যে এই রাজ্য মাত্র ছয় বছরে তার জিএসডিপি (গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) দ্বিগুণ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার জাতীয় সড়ক, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ও মোবাইল ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নেশা কারবারের প্রতিবাদ করায় গৃহবধূকে মারধর দেড় বছরের শিশুকে আটকে রাখার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। স্বামীর বিরুদ্ধে অবৈধ নেশা কারবারের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ করায় এক গৃহবধূকে মারধর এবং তাঁর দেড় বছরের কন্যা সন্তানকে জোর পূর্বক আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। একইসঙ্গে মেয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করেছেন গৃহবধূর মা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা গৃহবধূ ও তাঁর মা।

অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, প্রায় তিন বছর আগে তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা রুকিয়া বেগম তাঁর মেয়ে হোসেনা বেগমের বিয়ে দেন আমতলী থানার অন্তর্গত কুলতলী মতিনগর এলাকার বাসিন্দা ইছাক মিয়ার ছেলে শাকিল মিয়ার সঙ্গে। বিয়ের পর তাঁদের ঘরে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। প্রথমদিকে সংসার ভালোভাবেই চললেও পরে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। হোসেনা বেগমের অভিযোগ, বুধবার তিনি জানতে পারেন তাঁর স্বামী শাকিল মিয়া অবৈধ নেশা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বিষয়টি তিনি তাঁর মাকে জানাবেন বলে জানালে স্বামী শাকিল মিয়া এবং শাশুড়ি নূর ভানু তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন চালান। নির্যাতিতার দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ এবং এর আগে তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচারও হয়েছে। অভিযোগ, মেয়ের উপর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দারিদ্র্য, আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, দুর্নীতি এবং মাদক পাচার ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বিবৃতিতে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনাকে তুলে ধরে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, রাজ্যে প্রতারণা, জালিয়াতি, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং মাদক পাচারের মতো ঘটনাগুলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি নথি, সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন জনসমক্ষে আসা তথ্যের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাও এই পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে বলে দাবি দলের।

বিবৃতিতে সম্প্রতি শান্তিরবাজার মহকুমার রামরাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকায় চরম দারিদ্র্যের কারণে এক আদিবাসী পরিবার তাদের সদ্যোজাত কন্যাশিশুকে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ার ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে কাঞ্চনমালা এলাকায়ও আর্থিক সংকটের জেরে একটি পরিবার শিশু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। এছাড়া ছামনু এলাকার এক যুবকের ভিনরাজ্যে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনাও উল্লেখ করে প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে বহু যুবক-যুবতী জীবিকার সন্ধানে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অমানবিক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। প্রেস বিবৃতিতে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গোমতীর ভাঙনে বিপর্যস্ত মেলাঘর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নদী তীরের পরিবারগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। বর্ষার বৃষ্টিতে গোমতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সিপাহিজলা জেলার মেলাঘর পুর পরিষদের ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। নদীর ভাঙন ক্রমশ তীব্র হওয়ায় বহু পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বর্ষাতেই গোমতী নদীর ভাঙনে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি ও বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এবারও নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বহু পরিবার বাধ্য হয়ে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রেমের জ্বালায় মানসিক অশান্তি আত্মঘাতি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বোধজংনগর থানার দাসপাড়া এলাকায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েন এবং মানসিক অবসাদের জেরেই যুবক এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর ধরে এক তরুণীর সঙ্গে ওই যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুই পরিবারের সম্মতিতে ভবিষ্যতে বিয়ের আশা ছিল বলেও দাবি করেছেন মৃতের মা। তাঁর কথায়, ছেলে তাঁকে সম্পর্কের কথা জানিয়েছিল এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মেয়ের পরিবারের সম্মতি মিললে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। মৃতের মায়ের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রায়ই টেলিফোনে কথাকাটাকাটি ও মনোমালিন্য চলছিল। সেই মানসিক অশান্তির মধ্যেই শেষ পর্যন্ত যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে পরিবারের আশঙ্কা।

ঘটনার খবর পেয়ে বোধজংনগর থানার পুলিশ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাণী কমলাপতি-আগরতলা স্পেশাল এক্সপ্রেসে এবার এলএইচবি কোচ

যাত্রী পরিষেবায় বড় উদ্যোগ রেলের

মালিগাঁও, ৯ জুলাই ।। যাত্রীদের নিরাপত্তা, আরাম এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে রাণী কমলাপতি—আগরতলা—রাণী কমলাপতি স্পেশাল এক্সপ্রেসে (ট্রেন নম্বর ০১৬৬৫/০১৬৬৬) প্রচলিত আইসিএফ কোচের পরিবর্তে আধুনিক লিঙ্কে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচ চালু করল ভারতীয় রেল।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, ট্রেন নম্বর ০১৬৬৫ রাণী কমলাপতি—আগরতলা স্পেশাল এক্সপ্রেস ৯ জুলাই থেকে রাণী কমলাপতি স্টেশন থেকে নতুন এলএইচবি রেক নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ০১৬৬৬ আগরতলা—রাণী কমলাপতি স্পেশাল এক্সপ্রেস ১২ জুলাই থেকে আগরতলা থেকে নতুন এলএইচবি রেক নিয়ে চলাচল করবে। তাঁর দাবি, আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত এলএইচবি কোচে যাত্রী নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই কোচগুলিতে অ্যান্টি-টেলিস্কোপিক নকশা ব্যবহার করা হয়েছে, যা দুর্ঘটনার সময় এক কোচের ওপর আরেক কোচ উঠে যাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমায়। এছাড়া উন্নত সাসপেনশন ব্যবস্থার ফলে যাত্রা হবে আরও মসৃণ ও আরামদায়ক। উচ্চ গতিতে চলাচলের উপযোগী এই কোচগুলিতে আধুনিক অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোও রয়েছে, যা যাত্রীদের আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেবে। নতুন এলএইচবি রেকে মোট ২২টি কোচ থাকবে, যাতে বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত যাত্রী পরিষেবা এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ, আরামদায়ক ও যাত্রীকেন্দ্রিক রেল পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা ধারাবাহিকভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূলে ইতি, পদ্মশিবিরে যোগ রাজ্যসভার তিন প্রাক্তন সাংসদের

কলকাতা, ৯ জুলাই (আইএএনএস) ।। তৃণমূল কংগ্রেসের তিন প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, সুশ্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক বৃহস্পতিবার কলকাতার সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দেন। গত মাসে তাঁরা রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যসভার সদস্য সমীক ভট্টাচার্য তিন নেতাকে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই তিন নেতার বিজেপিতে যোগদানকে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত। তাঁর দাবি, এর অর্থ এই নয় যে তৃণমূলের সকলের জন্য বিজেপির দরজা উন্মুক্ত। তিনি আরও জানান, তৃণমূলে থাকাকালীন এই তিন নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ ওঠেনি।

রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, আগামী ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলা রাজ্যসভার উপনির্বাচনে বিজেপি এই তিন নেতাকেই প্রার্থী করতে পারে। তবে এ বিষয়ে সমীক ভট্টাচার্য সরাসরি কিছু না জানিয়ে বলেন, "এই নিয়ে আলোচনা চলুক।"

উল্লেখ্য, সুখেন্দু শেখর রায় ৮ জুন, সুশ্মিতা দেব ১০ জুন এবং প্রকাশ চিক বরাইক ১১ জুন রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। ইস্তফার পর বরাইক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করেন। অন্যদিকে, সুশ্মিতা দেব দিল্লিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সুখেন্দু শেখর রায় তৃণমূল নেতৃত্বের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে কলকাতার আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 10-07-2026, 00:27

জাগরণ
আগরতলা ১০ জুলাই, ২০২৬ ইং
২৫ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আইএস নেটওয়ার্ক ভাঙিতে তল্লাশি

অনলাইনে তরুণদের মগজধোলাই এবং জেহাদি নিয়োগের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ হিসাবে ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১০টি রাজ্যে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাইয়াছে। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস এবং একিউআইএস এর অনলাইন নেটওয়ার্ক ও মডিউল ধ্বংস করিতে এই অভিযান চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট এবং দিল্লির মোট ২০টি নির্দিষ্ট ঠিকানায় এনআইএ-র পৃথক পৃথক দল একযোগে এই তল্লাশি চালায়।তদন্তকারী সংস্থার সূত্র অনুযায়ী, ধৃত অভিযুক্তরা এবং তাহাদের সহযোগীরা ইন্টারনেটে হিংসাত্মক জেহাদি কনটেন্ট ও ভুয়ো তথ্য ছড়াইয়া দেশের তরুণদের মগজধোলাই করছিল। এছাড়া তাহারা বিদেশি হ্যান্ডলারদের সাথে যোগাযোগ রাখিয়া ভারতে একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করছিল।অভিযানের সময় বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল ডিভাইস (যেমন মোবাইল, ল্যাপটপ ও হার্ড ডিস্ক) এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, যাহা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হইবে। এই মামলায় এখন পর্যন্ত ১১ জন অভিযুক্ত এবং ১ জন নাবালককে আটক করা হইয়াছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া পুলিশ মূল অভিযুক্ত রেহমতুল্লাহ শরিফ মোহাম্মদের বাড়ি থেকে জেহাদি নথিপত্র উদ্ধারের পর মামলাটি রুজু করে। মে মাসে এনআইএ এই মামলার দায়িত্ব নিজের হাতে নেয় এবং পূর্বে ধৃতদের ডিজিটাল ডিভাইস ও কল রেকর্ড অ্যানালিসিস করিয়াই এই বিশাল ক্র্যাকডাউন চালানো হয়।

জেহাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারতে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠন আইএস। অনলাইনে যুবকদের মগজ ধোলাই করিয়া চলিয়াছে নিয়োগ। আর এই মামলার তদন্তের সূত্র ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সব মিলাইয়া ২০টি স্থানে তল্লাশি হইয়াছে। বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে একাধিক নথি।

উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি, অন্ধ্রপ্রদেশের চারটি, মহারাষ্ট্রের তিনটি, দিল্লির ২টি এবং বিহার, রাজস্থান, কর্ণাটক, গুজরাট, তেলাঙ্গানা ও পশ্চিমবঙ্গের একটি করিয়া জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালানো হইয়াছে। এই তল্লাশিতে একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করিয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইবে। চলতি বছরের মার্চ মাসে বিজয়ওয়াড়া পুলিশ আইএস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ রেহামাতুল্লার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে জঙ্গি সংগঠনের আইএসের একাধিক নথি উদ্ধার হয়। সেগুলি ঘাটিয়া তদন্তকারীরা জানিতে পারেন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ফেলিয়া দেওয়াই আইএসের লক্ষ্য। ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তাহারা।গত ১৩মে বিজয়ওয়াড়া পুলিশের হাত থেকে এই মামলার তদন্তভার নেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার বিশাখাপত্তনম শাখা। তারপরে মামলা রুজু হয়। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ১১ জন অভিযুক্ত এবং এক নাবালককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। হেফাজতে নিয়া সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পাশাপাশি, উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ঘাটিয়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি জানিতে পারে, বিদেশে বসিয়া জঙ্গি হ্যান্ডলরা দেশের যুব সমাজকে টার্গেট করিয়াছে। ব্যাপক মগজ ধোলাই চলিয়াছে সেখানে। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আল কায়েদা এবং আইএসআইএস- এর জঙ্গি মতাদর্শ ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। সবটাই করা হইতেছে বিভিন্ন জঙ্গি হ্যান্ডলারদের মাধ্যমে। একাধিক যুবক ইতিমধ্যেই আইএসে নাম লেখাইয়াছে। সেখানে দিল্লি, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যের নাম জড়াইয়া গিয়াছে এই কাণ্ডে। অভিযোগ, বাংলারও বহু যুবক আইএসে ভিড়িয়াছেন। সেই সূত্রেই ৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের ২০টি জায়গায় এনআইএ-এর তল্লাশি চালানো হইয়াছে।

প্রাথমিক ভাবে এনআইএ-এর তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিতে পারিয়াছেন যে, বিদেশে বসিয়া জঙ্গি সংগঠনের নেতারা অনলাইনে দেশের যুব সম্প্রদায়কে ক্রমাগত ভুল বুঝাইয়ায়ে হাতে নেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এক হ্যান্ডলারের নামও প্রকাশ্যে আসিয়াছিল, আল হাকিম সুকুর। সেই সূত্র ধরিয়া মহম্মদ রেহামাতুল্লা শরিফ নামের একজনকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল যে একজন আইএসআইএস জঙ্গি বলিয়া জানা যায়। এই ২ জঙ্গি যুব সমাজের মগজ ধোলাই করিবার চেষ্টা

চালাইতেছিল বিদেশে বসিয়া, অনলাইনে, এমনটাই জানা গিয়াছে।ভারতে থাকা নেটওয়ার্কের সদস্যদের অস্ত্র, ডিটোনেটর, বিস্ফোরক পাঠিয়েছে পাকিস্তানে বসিয়া থাকা হ্যান্ডেলাররা। আর তাহা আসিয়াছে কখনও ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া গোপন সুড়ঙ্গ পথে, কখনও আবার তা আসিয়াছে ড্রোন মারফৎ। এছাড়াও ড্রোন দিয়া বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ বিভিন্ন মাদক পাচার হইয়াছে ড্রোন দিয়া। সেই সমস্ত মাদক ভারতে বিক্রি করিয়া, তাহার টাকা সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্য ব্যবহার হইয়াছে বলিয়াও চার্জশিট দাবি করিতেছে। অনেক সময় তাহা অস্ত্র কেনা, গ্যাংস্টার নেটওয়ার্কেও খরচ

হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইতেছে। বহু খলিস্তানি সংগঠনের সদস্য হয় নিষ্ক্রীয় হইয়া গিয়াছে, নয়তো অনেকে পালাইয়াছে, কিম্বা বন্দি রহিয়াছে, এমন অবস্থায় ওই সমস্ত নেটওয়ার্কগুলি, স্থানীয় গ্যাংস্টারদের নিজেদের নেটওয়ার্কে ঢুকাইয়াছে।

রাজ্যে শিশু দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, সরল এবং সুশৃঙ্খল করে তোলা সরকারের উদ্দেশ্য: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং স্টেট এডাপশন রিসোর্স এজেন্সি (এস.এ.আর.এ.) এর উদ্যোগে আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ”স্টেট ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং অন এডপশন রেগুলেশনস, ২০২২” শীর্ষক এক রাজ্যস্তরীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

রাজ্যে শিশু দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, সরল এবং সুশৃঙ্খল করে তোলার জন্য এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি বলেন, দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত বিধিমালা সম্পর্কে অবহিত করা এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। যেসব শিশুদের দত্তক নেওয়া হয় তারা যাতে ভালো পরিবেশে বড় হয় তা সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দত্তক নেওয়া প্রত্যেক শিশু যাতে একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবার পায় তার জন্য দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্গত প্রত্যেক আধিকারিককে একত্রে কাজ করতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি টিসিপিসিআর-এর চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা স্বচ্ছ দত্তক গ্রহণের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যে শিশুরা পরিবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের একটি সুন্দর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। স্বচ্ছ এবং সরল দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস দত্তক গ্রহণের প্রকৃত নিয়ম ও প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে আলোচনা করেন।

নজরুলের “আলেয়া” নাটকে এবং প্রেম হলো সমাজ ও প্রথার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা

আবদুল মালেক শাহ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলাম যে বহুমাত্রিক সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার সবচেয়ে উজ্জ্বল তবে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত ও চর্চিত একটি দিক হলো তাঁর নাট্যরচনা। “আলেয়া” সেই নাট্যজগতের অন্যতম এক এক সংযোজন। এটি এমন একটি নাটক যা পাঠকের কাছে পাঠের শুরুতে রোমান্টিক মনে হলেও ধীরে ধীরে শেষাংশে বহন করে অনেক গভীর দার্শনিক, সামাজিক ও মানবিক প্রশ্ন।

নজরুল তাঁর “আলেয়া” নাটকে ‘আলেয়া’ নামটি এক প্রতীকী রূপে ব্যবহার করেছেন। “আলেয়া” শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সেই মরীচিকার আলো যা রাতের বেলা জলাভূমির উপর দেখা যায় এবং পথিককে পথ চলতে বিভ্রান্ত করে এবং ভুল পথে নিয়ে যায়। এই নামটি নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে লালন করে। সৃষ্টি করে দ্বৈত (বাইনারী) নীতি। যেমন, জীবদ্দশায় আমরা কতটা বাস্তবিক আলোর পেছনে ছুটছি, আর কতটা মরীচিকার (ভ্রম) পেছনে? মানব সংসারে প্রেম কি সত্যিকারের আলো, নাকি আলেয়া? জগত সংসারে নিজেদের অস্থিত্ব রক্ষার জন্য অর্জিত ক্ষমতা কি সত্যিকারের শক্তি, নাকি আলেয়া? আদর্শ কি সত্যিকারের পথ, নাকি আলেয়া? এই প্রশ্নগুলো নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি সংলাপে, প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

নজরুল এই নাটকটি রচনা করেছিলেন তাঁর সাহিত্যজীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে যখন তিনি শুধু বিদ্রোহের কবি নন, একজন প্রেমিক এবং একজন পরিপক্ক শিল্পী হিসেবে জীবনের জটিলতাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই নাটকে যদি-ও তাঁর বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষ নয়। এটি সুপ্তিকালীন একটি নিচু স্বরের বিদ্রোহ, একটি প্রশ্নের বিদ্রোহ।

“আলেয়া” নাটকের পটভূমি জলের জগৎ অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে নদী, সমুদ্র, মৎস্যজীবী মানুষের পৃথিবী। নজরুল সৃষ্টি এই জলের পটভূমি নিছক ভৌগোলিক পরিচয় বহন করে তার নয় এটি একটি প্রতীকী কাঠামো। কারণ জল পরিবর্তনশীল, জল কখনো শান্ত, কখনো ঝড়ো, কখনও প্রবাহমান। বলা যায় জল একদিকে জীবনদায়ী অন্যদিকে ধ্বংসাত্মক। ফিলোসোফিক্যাল দৃষ্টিতে ভাবতে গেলে এই দ্বৈত চরিত্র নাটকের মানবিক সম্পর্কগুলোতেও প্রতিফলিত।

নাটকের মূল গল্পে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই একটি গ্রামীণ মৎস্যজীবী সমাজের মধ্যে প্রেম, দ্বন্দ্ব ও আত্মোপলব্ধির কাহিনি। কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোর মধ্যে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজের প্রচলিত নিয়মের সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব, এবং মানুষের অজানার প্রতি আকর্ষণ, যা এক প্রকার জটিল রহস্য। এই তিনটি সূত্র পরস্পরের সাথে একই সুতায় বোনা। সচরাচর প্রেমের সম্পর্ল বলতে আমরা হয়তো বুঝি দু’জন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদের এক পরিপূর্ণ ঝুড়ি। কিন্তু এই নাটকে প্রেমের সম্পর্ক কেবল দুটি মানুষের মিলন-বিচ্ছেদের গল্প নয়, এটি মানুষের সত্তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

নজরুল এই নাটকে শত বর্ষের চিয়ায়ত ঐতিহ্যবাহী বাংলা লোককাহিনির উপাদান ব্যবহার করেছেন বিশেষত জলপরী ও আলেয়ার মিথকে। কিন্তু তিনি এই পুরনো মিথকে নিজের চিন্তা-চেতনার প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন অর্থে পুনর্নির্মাণ করেছেন। আলেয়া এখানে কেবল একটি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এটি মানুষের মনে লুকায়িত সেই অংশের প্রতীক যা সবসময় অপ্রাপ্যের দিকে ধাবিত হয়, যা আছে তাকে ছেড়ে -যা নেই তার পেছনে ছুটে চলে অবিরাম। “আলেয়া” নাটকের সবচেয়ে গভীর ও বিতর্কিত বিষয়টি হলো প্রেমের স্বরূপ নিয়ে নজরুলের দার্শনিক প্রশ্ন। নজরুল তাঁর রচিত অন্যতম আলোচিত নাটক ‘বিদ্যাপতি’ তে প্রেমকে প্রকাশ করেছে সকল বিতর্কের উর্ধ্বেপবিত্রতার মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু তাঁর এই নাটকে (আলেয়া) প্রেমকে কখনো সত্যিকারের আলো হিসেবে, কখনো আলেয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পাঠকের জন্যে এই দুটির মধ্যে পার্থক্য বের করা অত্যন্ত কঠিন। সহজ কথায় বললে নজরুল এই নাটকে প্রেমকে কখনো সহজে পরিণতি দেননি। প্রেমের পরিপূর্ণ মিলন এই নাটকে নেই আছে অসম্পূর্ণতা, আছে আকাঙ্ক্ষা, আছে বিচ্ছেদ। এই অসম্পূর্ণতাই যেন নজরুলের মতে প্রেমের সত্যিকারের রূপ। কারণ যে প্রেম সম্পূর্ণ, যে প্রেমের কোনো অভাব নেই সেই প্রেম কি আসলে প্রেম, নাকি সন্তুষ্টি? নজরুল মনে করতেন সত্যিকারের প্রেম সবসময় একটু অধরা থাকে ঠিক আলেয়ার মতো। এই প্রেমদর্শনটি বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মূল সৌন্দর্য তো বিরহে মিলনে নয়। আলেয়া নাটকে নজরুল সেই বিরহ-দর্শনকে সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। অনেকটা এমন বলা যায় যে, নজরুল যেন বলতে চেয়েছেন প্রেম নিজেই জানে না সে আলো না আলেয়া।

নজরুলের “আলেয়া” নাটকে নারী চরিত্রগুলো পাঠকের কাছে বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। পাঠক সমাজে এটা জ্ঞাত যে নজরুল তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনে নারীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছেন এবং এই নাটকেও তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃজনশীলের চেয়ে এখানে নারী-শক্তির রূপটি আরও জটিল ও দ্বন্দ্বমূলক। নাটকের নারী চরিত্রগুলো একদিকে প্রেমে গভীরভাবে ও নিঃসার্থভাবে নিবেদিত, অন্যদিকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। তারা জানে তাদের স্বাধীনতা সীমিত কিন্তু সেই সীমিত পরিসরের মধ্যেও তারা নিজস্ব একটি শক্তি ধারণ করেন। এই শক্তিটি সরাসরি বিদ্রোহের শক্তি নয়। এটি সহ্যের শক্তি, অনুভবের শক্তি, প্রেমকে আঁকড়ে ধরার শক্তি এবং প্রেমিককে আপন করার শক্তি। কিন্তু পুরুষ চরিত্রগুলো প্রেমকে দেখে নারীদের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে। তারা প্রেমকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ও তা প্রকাশ করে। যেমন, কেউ প্রেমকে দেখে দখলের বস্তু হিসেবে, কেউ দেখে মুক্তির পথ হিসেবে, কেউ দেখে দুর্বলতা হিসেবে এবং কেউ দেখে বিষন্ন ভগ্নহৃদয়ের দুঃখ হাল্কা করতে। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতেই নাটকের মূল নাটকীয় অস্থিরতা ও জটিলতা তৈরি করে।

নজরুল এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মন্তব্য করেছেন। মৎস্যজীবী সমাজে নারীর ভূমিকা নির্দিষ্ট এবং সীমিত। কিন্তু এই সীমিত ভূমিকার মধ্যেও নারীরা যে অভ্যন্তরীণ জীবন যাপন করেন, যে আবেগ ও চিন্তার জগৎ তাঁদের আছে সেটাকে নজরুল অত্যন্ত সম্মানের সাথে উপস্থাপন করেছেন। এখানে নারী কোনো সাজসজ্জার বস্তু নয়, কোনো পুরুষের সহায়ক চরিত্র নয় নারী নিজেই একটি সম্পূর্ণ মানবসত্তা। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই নাটকে নারীর ত্যাগ কখনো তাঁর দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি। বরং তাঁর ত্যাগ একটি সচেতন নৈতিক সিদ্ধান্ত একটি মানবিক পছন্দ। এই দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল ছিল এবং নজরুলের প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রমাণ। “আলেয়া” নাটকের মাধ্যমে নজরুল তখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটা অদৃশ্য ছাপ স্পষ্ট করেছেন। তৎকালীন সমাজে রাজনৈতিক মাত্রা হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম সামাজিক প্রথার দ্বন্দ্ব। মৎস্যজীবী সমাজের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল। কে কাকে বিয়ে করবে, কে কোন পেশায় থাকবে এবং কে কোন শ্রেণির সাথে মেলামেশা করবে। এই নিয়মগুলো অনেকের কাছে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য, অর্থাৎ এসব সূক্ষ্ম বিষয়ে মানুষ ততটা মাথা ঘামাতো না কিন্তু নাটকের কিছু চরিত্রের কাছে এই নিয়মগুলো মানবিক বিকাশের বাধা। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো নজরুল এই দ্বন্দ্বটিকে কোনো সহজ সমাধান না দিয়ে উন্মুক্ত রেখেছেন।এর অবশ্যই একটা যৌক্তিক কারণ আছে।মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের নিয়ম ভাঙলে ব্যক্তি স্বাধীন হয় ঠিকই, কিন্তু একা হয়ে যায়। সমাজের নিয়ম মেনে চললে সামাজিক স্বীকৃতি মেলে, কিন্তু ব্যক্তির আত্মা দমে যায়। এই উভয় সংকটকে নজরুল সমান সততার সাথে চিত্রিত করেছেন।এই দুই ই যেন এক গোলকধাঁধা। কোনো একটিকে সহজ উত্তর হিসেবে উপস্থাপন করেননি। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নজরুল আসলে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন তুলেছেন। তা হলো, সমাজ কার জন্য? সমাজ কি মানুষকে রক্ষা করার জন্য, নাকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য? এই প্রশ্নটি নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। তিনি সারাজীবন এই বিষয়ে প্রতিবাদ করে গেলেন। কেননা তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক কাঠামো মানুষের সেবায় থাকা উচিত, মানুষ সামাজিক কাঠামোর সেবায় নয়।

নাটকের নামপ্রতীক “আলেয়া” বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই বহুমাত্রিকতাই এটিকে একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রতীকে পরিণত করেছে। নামটির প্রতীকী তাৎপর্য কয়েকটি হলো-

প্রথম স্তরে আলেয়া হলো প্রেমের প্রতীক। সেই প্রেম যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সাময়িক সময়ের জন্য দু’টানায় ফেলে দেয়, সত্যিকারের পথ থেকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু একই সাথে এতটাই আকর্ষণীয় যে মানুষ জেনেশুনেও সেই পথে হাঁটে।কারণ একটাই। তার হলো প্রেম। প্রেম কি মানুষকে মুক্তি দেয়, নাকি বন্দি করে? এই প্রশ্নের উত্তর নজরুল দেননি। কারণ প্রতিটি মানুষের জন্য উত্তরটি আলাদা। তবে একথা পাঠক হিসেবে বলা যায়, প্রেম মানুষের মনে মোহ সৃষ্টি করে। সেই মোহ অর্থ- সম্পদের না। সেই প্রেম প্রিয় মানুষকে কাছে পাওয়ার।

দ্বিতীয় স্তরে আলেয়া হলো আদর্শের প্রতীক। মানুষ সারাজীবন একটি নিখুঁত সমাজ, নিখুঁত ন্যায়বিচার, নিখুঁত সত্যের পেছনে ছোটে এবং পরিশেষে নিজের একটা নিঁখুত পরিচয় তৈরি করে। কিন্তু এই নিখুঁততা কি সত্যিই অর্জনযোগ্য, নাকি এটাও একটি আলেয়া? নজরুল নিজে একজন আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি ব্যাক্তি জীবনে আদর্শ হতে না সরলেও আলেয়া নাটকে তিনি আদর্শবাদের সীমাবদ্ধতাকেও সৎভাবে স্বীকার করেছেন।

তৃতীয় স্তরে আলেয়া হলো জীবন নিজেই সেই অধরা সারমর্ম যা আমরা সারাজীবন খুঁজি কিন্তু কখনো পূর্ণাঙ্গভাবে পাই না। বা অল্প পেলেও তা নিজেদের মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারি না। বেঁচে থাকার মানে কী? সুখ কোথায়? তৃপ্তি কীভাবে আসে? এই প্রশ্নগুলো মানবজাতির চিরন্তন প্রশ্ন এবং নজরুল সেই প্রশ্নগুলোকেই তাঁর নাটকের কেন্দ্রে রেখেছেন। এক কথায় বলতে গেলে “আলেয়া” নাটকটি নজরুলের নিজের জীবনের সাথে এর সংযোগটি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। নজরুল নিজেও সারাজীবন বিভিন্ন “আলেয়া”র পেছনে ছুটেছেন। যেমন,প্রেমের আলেয়া, বিপ্লবের আলেয়া, নিখুঁত শিল্পের আলেয়া এবং ব্যাক্তি স্বাধীনতার আলেয়া। নার্গিসের সাথে প্রথম প্রেম যেভাবে অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, প্রমীলার সাথে জীবন যেভাবে একটি দুঃখের সুরে শেষ হয়েছিল, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যেভাবে পূর্ণ বিজয় আসেনি তাঁর জীবদ্দশায় এই সব অপূর্ণতার অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে গভীর করেছে।

“পুশ ইনের আগে ভারত সীমান্তের লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটি সবচেয়ে বড় সিগন্যাল”

নাগিব বাহার

‘তাদের সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া বরাবর সীমান্ত সড়ক রয়েছে এবং কাঁটাতারের বেড়ার বিভিন্ন জায়গায় গেট রয়েছে। সীমান্ত সড়ক দিয়ে রাতে বড় গাড়িতে করে মানুষ নিয়ে গিয়ে, লাইট বন্ধ করে, কোনো একটি গেট খুলে দিয়ে মানুষ বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয় তারা’।

ভারতের সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের দিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কীভাবে ঠেলে দিচ্ছে, সেটির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন বিজিবির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান।

সীমান্ত এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই “পুশ ইন” বা “পুশ ব্যাক” নিয়ে উত্তেজনা চলছে। বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে বারবার পতাকা বৈঠক, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ঘটনা তো ঘটেছেই, এমনকি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মানুষ মিলে বিএসএফ সদস্যদের ধাওয়া করেছে --- এমন ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে। গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ- ভারতের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মে মাসের শেষদিক থেকে জুনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সীমান্তের অন্তত ২০টি পয়েন্টে অন্তত ২০০ জন মানুষকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে জানিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। তারা বলছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের বাহিনীর সদস্যদের সাথে স্থানীয় মানুষ একজোট হয়ে বাধা দেওয়ায় বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি কেউ। বিজিবির কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রেই বিএসএফের এই পুশ ইন করার “প্যাটার্ন” বা ঘটনাপ্রবাহটা একইরকম। ‘প্রতিটি পুশ ইনের আগেই ওই এলাকায় ভারতের সীমান্তের লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটি সবচেয়ে বড় সিগন্যাল’ বলছিলেন মি. হাসান।

উৎস--- যশোরের বেনাপোল অঞ্চলে ভারতের সীমান্তের একেবারে লাগোয়া গ্রাম সাদিপুর থেকে আরেক সীমান্তবর্তী গ্রাম রঘুনাথপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তাটাও বাংলাদেশের সীমান্তের ঠিক সাথেই।

দোসরা জুন বিকেলের দিকে গাছের ছায়ায় ঢাকা ওই রাস্তায় গিয়ে দেখা যায়, পুরো এলাকাটা যেন এক ধরনের “ট্যুরিস্ট স্পটে” পরিণত হয়েছে। কারণ আশেপাশের কয়েকগ্রাম থেকে স্থানীয় মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়া মানুষ — যারা দুই দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল বা “নো ম্যানস ল্যান্ডে” আটকে পড়েছে --- তারা কীভাবে রয়েছে তা দেখতে। যদিও দুই দেশের মধ্যবর্তী এলাকা, যেটিকে সাধারণভাবে নো- ম্যানস ল্যান্ড বলা হয়ে থাকে, সেখানে কোনো মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছিল না। জৈষ্ঠ্য মাসের তীব্র গরমের মধ্যে ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় দুই দেশের মাঝখানে আটকে থাকা ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি তখন সম্ভবত ভারতের সীমানার কাঁটাতারের বেড়ার কাছে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়ে ছিল তাদের কিছু কাপড়, ব্যাগের মতো ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র। বিজিবি’র অভিযোগ, এই ১০-১২ জনের দলটিকে ৩১শে মে মধ্যরাতে ভারতের সীমানার কাঁটাতারের বেড়ার গেট দিয়ে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয় বিএসএফ। সেসময় বিজিবি সদস্যরা মাইকিং করে, টর্চ লাইট জ্বালিয়ে তাদের বাংলাদেশের দিকে প্রবেশ করতে বাধা দিলে নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে পড়েন তারা। এর কয়েকদিন পর, জুনের সাত তারিখ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের বাঙ্গাবাড়ী সীমান্তে গিয়েও অনেকটা একই রকম পরিস্থিতি দেখা যায়। ওই সীমান্ত দিয়ে ২৮ জনকে তেসরা জুন ভোররাতে বাংলাদেশের দিকে “পুশ ইন” করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে বিজিবি। তেসরা জুন ভোররাতে, রাত প্রায় দুইটা-আড়াইটার দিকে, বাঙ্গাবাড়ী সীমান্ত চৌকির বিজিবি সদস্যরা এবং স্থানীয় ২০-৩০ জন নারী-পুরুষ মিলে ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশের দিকে ঢুকে যাওয়া থেকে বাধা দেন এবং তাদের “নো ম্যানস ল্যান্ড” অঞ্চলে থাকতে বাধ্য করেন। ওই সীমান্ত পয়েন্টে ২৮ জন ব্যক্তি আটকা পড়ে ছিলেন দুইদিন ধরে। ছয়ই জুন রাত থেকে তাদের “নো ম্যানস ল্যান্ড” অঞ্চলে আর দেখা যায়নি। ওই অঞ্চলের বিজিবির শীর্ষ কর্মকর্তা বলছিলেন সেখানকার বিএসএফ কর্মকর্তাদের সাথে কয়েকদফা আলোচনার পর ছয়ই জুন রাতে লাইট বন্ধ করে আটকে পড়া ব্যক্তিদের ভারতের সীমান্তের ভেতরে ফিরিয়ে নেয় বিএসএফ। যদিও বিএসএফ এই বিষয় নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি। যেভাবে বিএসএফ “পুশ ইন” করে বলে অভিযোগ উঠছে মে মাসের শেষদিকে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলা সংলগ্ন সীমান্তের ভারত অংশে কয়েকশো মানুষ জড়ো হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী সব অঞ্চলেই নজরদারি বাড়ায় বিজিবি। আর তার পর থেকেই ঝিনাইদহ, যশোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড় সহ বিভিন্ন জেলার সীমান্তে এই “পুশ ইন” করা মানুষ থামাতে থাকে তারা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিএসএফের এই পুশ ইন করার “প্যাটার্ন” বা ঘটনাপ্রবাহটা প্রায় একই ধরনের- বলছিলেন বিজিবির দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান। বিজিবির নিজেদের নজরদারি, সামরিক ও বেসামরিক সূত্র আর গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, কোনো সীমান্ত দিয়ে মানুষ প্রবেশ করানোর আগে বিএসএফের কিছু কাজ “সিগন্যাল” হিসেবে কাজ করে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসানের দাবি, সীমান্তের কাছের গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষ এই নজরদারি আর টহলের কাজে বিজিবিকে সহায়তা না করলে “পুশ ইন” ঠেকানো সম্ভব হতো না বিজিবির পক্ষে। স্থানীয় মানুষ যেভাবে বিজিবিকে সহায়তা করছে মে মাসের শেষদিকে যখন সাতক্ষীরার কলারোয়া অঞ্চলের সীমান্তের ভারতের দিকের অংশে মানুষ জড়ো করা হয়, তখন থেকেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন অন্যান্য সীমানা এলাকাতেও কার্যক্রম জোরদার করে বিজিবি। এর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল স্থানীয়দের বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট করা। ‘স্থানীয় স্কুলে, মসজিদে, এলাকার বাজারে গিয়ে আমরা নিয়মিত মাইকিং করতে থাকি এবং স্থানীয়দের সাথে আলোচনা করে তাদের জানাই যে কোনো ধরনের লক্ষণ দেখলে বুঝবেন যে পুশ ইন হতে পারে,’ বলছিলেন বিজিবির নওগাঁ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফুল ইসলাম মাসুম। মি. মাসুম বলছিলেন এর ফলও পাওয়া যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। ‘বাঙ্গাবাড়ী সীমান্তে তেসরা জুন মধ্যরাতে যে লাইট বন্ধ হয়েছে এবং কিছু মানুষকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, এই খবর আমরা প্রথম পাই সেখানকার বাজারের একজন চৌকিদারের কাছ থেকে’।

এই চৌকিদার আমিনউল্লাহ বলছিলেন যে বিজিবি কয়েকদিন আগে থেকে তাকে সীমান্তের লাইট বন্ধ হওয়া বা রাতে সীমান্তের ওপারে গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনলে সতর্ক থাকার জন্য বলে।

শুধু তাই নয়, সীমান্তের কয়েকশো মিটারের মধ্যে বাড়ি হওয়ায় তেসরা জুন রাতে ভারত অংশ থেকে আসা ২৮ জনকে বাধা দেওয়ার জন্য সবার আগে এগিয়ে যায় তার পরিবারের সদস্যরা, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারীও ছিলেন।

আমিনউল্লাহর বোন বলছিলেন, ‘রাতে আড়াইটার দিকে উঠে দেখলাম বেশ কয়েকজন পুরুষ আর নারী আমাদের (সীমান্তের) দিকে ঢুকতে চাইছে। বিজিবি পুরুষদের আটকালেও নারীদের গায়ে হাত দিয়ে আটকাতে পারছিল না। তখন আমরা কয়েকজন ওদের মহিলাদের আটকাই আর ভারতের দিকে ঠেলে দেই।’ শুধু বাঙ্গাবাড়ী নয়, আরো বেশ কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলে এসব “পুশ ইনের” ঘটনা ঠেকাতে স্থানীয় মানুষদের ভূমিকার কথা সামনে এসেছে। জুনের প্রথমদিকে লালমনিরহাটে বিএসএফ সদস্যদের দিকে একদল গ্রামবাসীর তেড়ে যাওয়ার ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে বেশ আলোচনা তৈরি করে।

এরপর ১০ই জুন জামালপুরের একটি সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ড অঞ্চলে বিজিবি-বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটির ঘটনার পর আবারো স্থানীয় মানুষজন বিএসএফ সদস্যদের অনেকটা “ধাওয়া” দিয়ে ভারতের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাতেই স্থানীয় গ্রামবাসী রাত জেগে বিজিবির সাথে পাহাড়া আর টহলে অংশ নিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

বিজিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছিলেন সাধারণ মানুষ টহল না দিলেও অনেক সময় বিপুল সংখ্যায় তাদের উপস্থিতিই কার্য্যকর হয়। বহু মানুষের উপস্থিতিতে বিএসএফ সাধারণত “পুশইন” থেকে বিরত থাকে বলে বলছিলেন বিজিবি কর্মকর্তারা। যশোর আর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলে বোঝা যায় যে নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে থাকা মানুষদের জন্য তাদের সহানুভূতি কোনো অংশে কম নয়। আটকে পড়া মানুষের একটা বড় অংশ বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ায় তাদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়েও তাদের মনোভাব ইতিবাচকই। কিন্তু বিজিবির মতো তাদেরও একটাই চাওয়া, এই ফিরিয়ে দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটা যেন “পুশ ইন, পুশ-ব্যাক”এর মাধ্যমে না হয়ে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে হয়। বিএসএফ কী বলছে? বিজিবি’র অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেয়নি বিএসএফ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জোলাইবাড়ীতে ঠিকাদারি কাজকে ঘিরে উত্তেজনা

‘কাটমানি’ বাণিজ্যের অভিযোগ; বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে সরব ঠিকাদার পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ী, ৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকায় সরকারি উন্নয়নমূলক কাজকে কেন্দ্র করে ‘কাটমানি’ তথা ‘নিকো’ বাণিজ্য- এর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এক ঠিকাদার ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে হুমকি ও বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, জোলাইবাড়ী বিধানসভার অন্তর্গত বাইখোড়া এলাকার চড়কবাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নারায়ণ শীল, বিজেপির দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য মনিন্দ্র বিশ্বাস, বিধান মিত্র-সহ কয়েকজন সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডারকে কেন্দ্র করে ‘নিকো’ বা কাটমানি বাণিজ্যে জড়িত। অভিযোগকারীদের দাবি, এর ফলে সরকারি কাজের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ঠিকাদার সুপ্রিয় দত্তের পরিবারের অভিযোগ, একটি সরকারি কাজের টেন্ডার গ্রহণকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে নারায়ণ শীলের নেতৃত্বে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের বাড়ির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান। এ সময় অশালীন ভাষায় গালিগালাজ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনেরও অভিযোগ করা হয়েছে।সুপ্রিয় দত্তের ভাই দাবি করেন, তাঁদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং সমাজে পরিচিত। তিনি আরও বলেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দেশের ও মানুষের স্বার্থে আত্মত্যাগ করেছেন। অথচ বর্তমানে একটি সরকারি কাজের টেন্ডারকে কেন্দ্র করে তাঁদের পরিবারকে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোলাইবাড়ী এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা হোক এবং সরকারি কাজে কোনো ধরনের অনিয়ম বা কাটমানি প্রথা থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

‘মোদি অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃত বন্ধু’, ‘মেলবোর্ন মিটস মোদি’ অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ

মেলবোর্ন, ৯ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে “অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃত বন্ধু” এবং “নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু” বলে উল্লেখ করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। বৃহস্পতিবার মেলবোর্নের মার্ভেল স্টেডিয়ামে ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত ‘মেলবোর্ন মিটস মোদি’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

আলবানিজ বলেন, “প্রধানমন্ত্রী মোদি, আমার বন্ধু, আপনাকে চমৎকার মেলবোর্নে স্বাগত। অস্ট্রেলিয়ার একজন প্রকৃত বন্ধু এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু হিসেবে আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আতিথ্য জানাতে পেরে আমি সম্মানিত। এই স্টেডিয়ামে বহু স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু আজকের এই সমাবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর কোনও অনুষ্ঠান হয়নি।”

তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষের উচ্ছ্বাসই ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের গভীরতার প্রতিফলন। এই উদ্দীপনা দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

ভারত সফরের স্মৃতিচারণ করে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দু’’বার ভারত সফর করেছেন এবং প্রতিবারই ভারতের সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও মানুষের আন্তরিকতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

তিনি আরও বলেন, “তিন বছর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাকে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রথে করে ঘুরিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা আমি কোনওদিন ভুলব না। ২০২৩ সালে গুজরাতে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে আন্তরিকতা অনুভব করেছিলাম, আজ এই স্টেডিয়ামেও সেই একই আবেগ অনুভব করছি।”

ভারতীয় বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ানদের ভূয়সী প্রশংসা করে আলবানিজ বলেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অন্যতম প্রধান সেতুবন্ধন হল ভারতীয় প্রবাসী সমাজ। তাঁদের অবদান অস্ট্রেলিয়াকে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং বহুসাংস্কৃতিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

তিনি বলেন, জাতীয় সংকটের সময় ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষই সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া রাজ্যে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

আলবানিজের কথায়, “আপনারাই ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে জীবন্ত সেতুবন্ধন। আপনাদের পরিশ্রম, স্বপ্ন এবং সংস্কৃতি অস্ট্রেলিয়াকে আরও উন্নত, শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আপনাদের জন্যই আমাদের দেশ আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।”

ভারত এখন ‘চিপস থেকে জাহাজ’ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে ৬জি প্রযুক্তি নিয়েও কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ভারতীয় প্রবাসীদের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ভারতের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। কয়েকশো স্টার্টআপ থেকে এখন দেশে নিবন্ধিত স্টার্টআপের সংখ্যা বেড়ে দুই লক্ষেরও বেশি হয়েছে এবং প্রতি মাসে চার হাজারেরও বেশি নতুন স্টার্টআপ আত্মপ্রকাশ করছে। শুধু বড় শহরেই নয়, দেশের প্রতিটি জেলাতেই স্টার্টআপ সংস্কৃতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনি জানান, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশের মতো উন্নত ক্ষেত্রেও শত শত ভারতীয় স্টার্টআপ কাজ করছে। এমনকি খুব শীঘ্রই একটি ভারতীয় মহাকাশ স্টার্টআপ নিজস্ব রকেটে নিজস্ব উপগ্রহ উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গগনযান মিশন এবং ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের এই বড় স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তি হল দেশের জনগণ। ‘উই দ্য পিপল’ এবং ‘নাগরিক দেবো ভব’ মন্ত্রই আজ দেশের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, আর তার প্রতিধ্বনি গোটা বিশ্ব শুনেছে।”

২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের স্মৃতিচারণ করে মোদি বলেন, তখন ২৮ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলেন। তিনি তখনই বলেছিলেন, পরবর্তী সফরের জন্য আর ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। গত ১২ বছরে এটি তাঁর তৃতীয় অস্ট্রেলিয়া সফর। তাঁর কথায়, “এ যেন একপ্রকার হ্যাটট্রিক। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্ক যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আপনাদের, ভারতীয় প্রবাসী সমাজের।”

এর আগে মেলবোর্নে পৌঁছে ভারতীয় প্রবাসীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পান প্রধানমন্ত্রী। ‘মোদি-মোদি’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “মেলবোর্নের আবহাওয়া ঠান্ডা হলেও ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভালোবাসা ও অভ্যর্থনার উষ্ণতা ছিল অবিস্মরণীয়।”

অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র ডিজেরিডু এবং ভারতের তবলা-র যুগলবন্দি, ‘মা তুঝে সালাম’-এর সিম্ফনি পরিবেশনা এবং কথক নৃত্যও উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই সুরের মেলবন্ধন দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের গভীরতাকেই তুলে ধরেছে।

মোদির অস্ট্রেলিয়া সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে, আশাবাদী অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ নেতৃত্ব

মেলবোর্ন, ৯ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অস্ট্রেলিয়া সফর দুই দেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে বলে মত প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এবং দেশের শীর্ষ শিল্প ও ব্যবসায়িক মহলের প্রতিনিধিরা।

মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া সিইওস ফোরাম এবং ইকোনমিক রোডম্যাপ বিজনেস অনুষ্ঠানের ফাঁকে আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্কট মরিসন বলেন, তাঁর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যা বর্তমান অ্যান্থনি আলবানিজ সরকারের আমলেও ধারাবাহিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অস্ট্রেলিয়ার মিনারেলস কাউন্সিল-এর প্রধান নির্বাহী তানিয়া কনস্টেবল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের মধ্যে গড়ে ওঠা দৃঢ় ব্যক্তিগত সম্পর্কই ভবিষ্যতে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

অন্যদিকে, পপুলাস-এর সিনিয়র প্রিন্সিপাল, গ্লোবাল ডিরেক্টর ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা পল হেনরি বলেন, মেলবোর্নের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির উপস্থিতি ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারেরই স্পষ্ট বার্তা। তিনি আরও জানান, ২০৩৬ সালের অলিম্পিক এবং ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য আহমেদাবাদের সম্ভাব্য বিডে প্রধানমন্ত্রী মোদির সমর্থন ভারতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ভাবনার প্রতিফলন।

এদিকে, বিজনেস কাউন্সিল অব অস্ট্রেলিয়া-র প্রধান নির্বাহী ব্রান ব্ল্যাক বলেন, ভারতের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দ্রুত সম্প্রসারিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করছে। তাঁর দাবি, ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের মধ্যবিত্তের সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি ছুঁয়ে যাবে, যা দেশের সংস্কার কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাবেরই প্রমাণ।

এর আগে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ যৌথভাবে অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া সিইওস ফোরাম ও ইকোনমিক রোডম্যাপ বিজনেস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সেখানে তাঁরা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের ওপর জোর দেন।

পুনেতে ভবন ধস: ধ্বংসস্তূপ থেকে এক দেহ উদ্ধার, জীবিত উদ্ধার ৯; তল্লাশি অব্যাহত

পুনে, ৯ জুলাই (আইএএনএস): মহারাষ্ট্রের পুনের কাছে পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড়ের মোশি এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের একটি তিনতলা ভবন ধসের ঘটনায় ধ্বংসস্তূপ থেকে একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের খুঁজে বের করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে একাধিক সংস্থা।

বুধবার দুপুরে ১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ওপর থাকা তিনতলা ভবনটি বিশাল বর্জ্যের স্তূপ ধসে পড়ায় মাটিচাপা পড়ে যায়। ঘটনায় প্রায় ১৮ জন আটকে পড়েন বলে জানা যায়।

দুর্ঘটনার পরপরই সাতজনকে উদ্ধার করা হয়। পরে মধ্যরাতের পর আরও দু’’জনকে নিরাপদে বের করে আনা হয়। ফলে জীবিত উদ্ধার হওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯।

উদ্ধারকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে এনডিআরএফের পঞ্চম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট এস. বি. সিং জানান, বৃহস্পতিবার সকালে একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও দু’’টি দেহের অবস্থান শনাক্ত করা গেছে।

তিনি বলেন, উদ্ধারকারীরা হাতে খুঁড়ে তৈরি করা সরু পথ দিয়ে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করছেন। তবে ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকায় অভিযান চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। যেকোনও সময় আরও ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে, যা উদ্ধারকর্মীদের জীবনকেও বিপদের মুখে ফেলতে পারে।

এস. বি. সিং আরও জানান, ভবনটি প্রায় ৪৫ ডিগ্রি কোণে হেলে পড়ে থাকায় উদ্ধারকারীদের হামাগুড়ি দিয়ে সরু ফাঁক গলে ভেতরে প্রবেশ করতে হচ্ছে। ভারী যন্ত্র ব্যবহার করলে কম্পনের ফলে আবারও ধস নামতে পারে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাতে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, অত্যাধুনিক লাইফ ডিটেক্টর, অ্যাকুস্টিক সেন্সর এবং প্রশিক্ষিত স্নিফার কুকুর ব্যবহার করা হলেও এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিত কারও সন্ধান মেলেনি।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় পুরসভার সঙ্গে যৌথভাবে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনাকারী অ্যান্টনি লারা রিনিউএবল এনার্জি-র একাধিক কর্মী ওই ভবনে আটকে পড়েছিলেন।

উদ্ধার অভিযানে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), ভারতীয় সেনাবাহিনী, পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় পুরসভার দমকল বাহিনী, পুনে মহানগর অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দমকল বাহিনী এবং পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে।

দক্ষিণ গারো হিলসে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার

শিলং, ৯ জুলাই (আইএএনএস): মেঘালয়ের দক্ষিণ গারো হিলস জেলার বাঘমারা সিভিল হাসপাতালের চলমান ও প্রস্তাবিত পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, জেলার মানুষের জন্য উন্নত ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পগুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, হাসপাতালের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কোনও বিলম্ব ছাড়াই কাজ শেষ করতে হবে। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা এবং নার্স ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোরও নির্দেশ দেন তিনি।

সরকারি আধিকারিকরা জানান, ২০২৫ সালে চালু হওয়া হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে ইতিমধ্যেই ৮৫টি অস্ত্রোপচার হয়েছে, যার মধ্যে ৪২টি ছিল সিজারিয়ান প্রসব।

এছাড়া ২০২৫ সালে হাসপাতালে ২০,১০৮ জন বহির্বিভাগের (ওপিডি) রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন এবং ২,৩৩৪ জন ভর্তি হয়েছেন। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসেই আরও ১০,১৪৩ জন বহির্বিভাগের রোগী পরিষেবা গ্রহণ করেছেন, যা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বর্তমানে হাসপাতালে জরুরি প্রসূতি পরিষেবা, সিজারিয়ান অপারেশন এবং সন্তান প্রসবের আগে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের থাকার জন্য একটি ট্রানজিট হোমের সুবিধাও রয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রায় ১১.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি বড় পরিকাঠামো প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন বা দরপত্রের পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পুরনো কমিউনিটি হেলথ সেন্টার ভবনের সংস্কার, একটি ওভারহেড জলাধার নির্মাণ, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ২৫টি আবাসনের সংস্কার এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (এনআইসিইউ), ব্লাড ব্যাঙ্ক, অন্তঃসত্ত্বাদের ট্রানজিট হোম সম্প্রসারণ এবং ৫০ শয্যার মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ গড়ে তোলার পরিকল্পনাও পর্যালোচনা করেন।

তিনি চোকপট কমিউনিটি হেলথ সেন্টারকে উন্নীত করে একটি ফার্স্ট রেফারাল ইউনিট (এফআরইউ)-এ রূপান্তরের প্রস্তাবও খতিয়ে দেখেন। সেখানে জরুরি প্রসূতি ও নবজাতক পরিষেবা, রক্ত সংরক্ষণ ইউনিট, নবজাতক স্থিতিশীলকরণ ইউনিট এবং ২৪ ঘণ্টার রেফারাল পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, স্বাস্থ্য খাতে সরকারের এই বিনিয়োগের সুফল যেন দক্ষিণ গারো হিলসের সাধারণ মানুষ সহজেই পান এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়, সেটাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

সিপাহীজলায় রথযাত্রা উৎসব সুষ্ঠু ও নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ জুলাই: আসন্ন রথযাত্রা উৎসব আয়োজনের জন্য আজ সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উদযাপনের জন্য বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, রথযাত্রার দিন পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। জেলা, মহকুমা ও থানা স্তরে ২৪ ঘন্টা কন্টোল রুম চালু থাকিবে। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ক্যুইক রেসপন্স টিম প্রস্তুত থাকিবে। রথযাত্রা আয়োজনের জন্য মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ নিগম থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করিতে হবে। রথযাত্রা ও উল্টো রথের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সূর্যাস্তের পূর্বেই শেষ করতে হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপক গাড়ি মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকও মোতায়েন করা হবে। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল মন্দির কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে উক্ত নির্দেশিকাগুলি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোনামুড়া হাসপাতালে আশাকর্মীদের মধ্যে স্মার্ট মোবাইল ফোন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ জুলাই: সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আজ আশা কর্মী এবং আশা ফ্যাসিলিটেটরদের মধ্যে স্মার্ট মোবাইল ফোন বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়। তিনি আশা কর্মী ও আশা ফ্যাসিলিটেটরদের হাতে স্মার্ট মোবাইল ফোন তুলে দেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস।এছাড়াও অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, আশা কর্মী ও আশা ফ্যাসিলিটেটররা তৃণমূল স্তরে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁদের হাতে স্মার্ট মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, অনলাইন রিপোর্টিং, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার ডিজিটাল রূপান্তরকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করা হয়।

অ্যামোনিয়া পাইপলাইনে লিক, ফের বন্ধ রামাগুন্ডম সার কারখানা ইউরিয়া উৎপাদন থমকে

হায়দরাবাদ, ৯ জুলাই (আইএএনএস): তেলেঙ্গানার পেদ্দাপল্লি জেলার রামাগুন্ডম ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড (আরএফসিএল)-এ অ্যামোনিয়া পাইপলাইনে লিক ধরা পড়ায় ফের বন্ধ হয়ে গেল কারখানার উৎপাদন। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটির ইউরিয়া উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে থমকে গিয়েছে।

সূত্রের খবর, কারিগরি ত্রুটির জেরে অ্যামোনিয়া পাইপলাইনে লিক দেখা দেয়। সমস্যা দ্রুত সমাধান না হওয়ায় কারখানার সমস্ত ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি মেরামতের পর উৎপাদন স্বাভাবিক হতে অন্তত এক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ মোট সাতটি রাজ্যে সার সরবরাহে প্রভাব পড়তে পারে। চলতি খরিফ মরসুমে কৃষকদের জন্য ইউরিয়ার জোগান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে এটি দ্বিতীয়বার যখন অ্যামোনিয়া লিকের কারণে আরএফসিএল কারখানা বন্ধ করতে হল। এর আগে মার্চ মাসেও একই কারণে প্রায় এক সপ্তাহ উৎপাদন বন্ধ ছিল। প্রতিদিন ৩,৮৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই কারখানাটি মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের কারণে গ্যাসের ঘাটতিতে কিছুদিন ধরে মাত্র ৫০ শতাংশ সক্ষমতায় চলছিল।

তেলেঙ্গানার জন্য আরএফসিএল-ই ইউরিয়ার একমাত্র প্রধান উৎস হওয়ায়, রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের কাছে এই কারখানার সম্পূর্ণ ইউরিয়া উৎপাদন তেলেঙ্গানার জন্য বরাদ্দ করার দাবি জানিয়ে আসছে।এদিকে, কৃষকদের কাছে ভর্তুকিযুক্ত ইউরিয়া সহজে পৌঁছে দিতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে তেলেঙ্গানা সরকার। কৃষি দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যের সমস্ত মি-সেবা কেন্দ্রে ইউরিয়া বুকিংয়ের সুবিধা চালু করা হয়েছে।

যেসব কৃষক সরকারি সার বুকিং অ্যাপের মাধ্যমে ইউরিয়া বুক করতে পারছেন না, তাঁরা নিকটবর্তী মি-সেবা কেন্দ্রে গিয়ে পট্টাদার পাসবুক (পিপিবি) নম্বর দেখিয়ে বুকিং করতে পারবেন। বুকিংয়ের সময় কৃষকের মোবাইলে আসা ওটিপি যাচাইয়ের পর একটি বুকিং আইডি দেওয়া হবে, যা বুকিংয়ের দিন বাদে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যেই নির্ধারিত সার বিক্রেতার কাছ থেকে ইউরিয়া সংগ্রহ করতে হবে বলে কৃষি দফতর জানিয়েছে।

‘বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে রাজনীতি নয়’, বললেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ৯ জুলাই (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক রং না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার। বৃহস্পতিবার বেলগাভির সুবর্ণ বিধান সৌধে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি বলেন, যোগ্য কোনও নাগরিক যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, সে জন্য রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যাঁদের ভোটার হিসেবে নাম থাকবে, তাঁরাই সরকারি সুবিধা পাবেন। যাঁরা ভোটার নন, তাঁরা সরকারি সুবিধা পাবেন না। তাই প্রতিটি ওয়ার্ড ও এলাকায় সাহায্যকেন্দ্র (হেল্প ডেস্ক) খোলা হচ্ছে। সবাইকে এই পরিষেবা ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছি।”

তিনি জানান, কর্নাটকের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া নিয়ে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাজে রাজ্য সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

শিবকুমার বলেন, “এসআইআর প্রক্রিয়াকে কোনওভাবেই রাজনৈতিক ইস্যু করা উচিত নয়। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহে সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে।”তিনি নির্দেশ দেন, বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) অন্তত তিনবার করে প্রতিটি বাড়িতে যেতে হবে এবং যোগ্য ভোটারদের প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ড ও এলাকায় হেল্প ডেস্ক চালু করে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার নির্দেশও দেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “আমরা রাজনীতিবিদরা পাঁচ বছরে একবার মানুষের রায় চাই। কিন্তু সরকারি আধিকারিকদের প্রতিদিন মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, তা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।”

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি সতর্ক করেন, পর্যালোচনা বৈঠক চলাকালীন কোনও আধিকারিককে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখা গেলে বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে বরখাস্তের নির্দেশ প্রস্তুত থাকবে।

এছাড়া জেলা ও তালুক স্তরের আধিকারিকদের নিজ নিজ কর্মস্থলেই বসবাস করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, মানুষের ছোটখাটো সমস্যার সমাধানের জন্য যেন তাঁদের এক দফতর থেকে আরেক দফতরে ছুটতে না হয়। যতটা সম্ভব স্থানীয় স্তরেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

একইসঙ্গে রাজ্যের সরকারি জমির পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারগুলিকে আবাসনের জন্য জমি প্রদান করতে শীঘ্রই একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি চালু করা হবে।

গুয়াহাটির চাপ কমাতে গড়ে উঠবে একাধিক স্যাটেলাইট শহর, ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ৯ জুলাই (আইএএনএস): অসমের রাজধানী গুয়াহাটির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও পরিকাঠামোগত চাপ কমাতে শহরকে ঘিরে একাধিক আন্তঃসংযুক্ত স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি এই তথ্য জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটির নগরায়ণের পরবর্তী পর্যায়ে এমন একটি স্যাটেলাইট শহরের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে, যা রাজধানীর যানজট ও জনসংখ্যার চাপ কমানোর পাশাপাশি নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ ও উন্নত করবে।এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গুয়াহাটি স্যাটেলাইট সিটি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন এই কর্তৃপক্ষ স্যাটেলাইট শহরগুলির পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন এবং অর্থায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, গুয়াহাটির আশপাশে গড়ে ওঠা নতুন শহরগুলিতে আবাসন, শিল্পোন্নয়ন, লজিস্টিকস অবকাঠামো এবং ভবিষ্যৎমুখী নগর পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের মতে, গত এক দশকে দ্রুত নগরায়ণের ফলে গুয়াহাটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যানজট এবং আবাসনের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর ফলে শহরের নাগরিক পরিকাঠামোর উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই একাধিক উড়ালপুল নির্মাণ, রাস্তা সম্প্রসারণ, নদীতীর উন্নয়ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার মতো নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে অসম সরকার।সরকারি আধিকারিকদের মতে, স্যাটেলাইট শহর গড়ে উঠলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধু রাজধানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর ফলে গুয়াহাটির বিদ্যমান পরিকাঠামোর উপর চাপ কমবে, আশপাশের এলাকায় নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক প্রবেশদ্বার হিসেবে গুয়াহাটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।

Page 3_5_7- JAGARAN1111.pmd 2 10-07-2026, 00:44

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বাংলা চলচ্চিত্রে নীরব বিপ্লব: নতুন যুগের সূচনা

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো। এই দীর্ঘ পথ চলায় কখনও উজ্জ্বল স্বর্ণযুগ; কখনও আবার গভীর সংকটের সময় এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এক ধরনের নীরব বিপ্লব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা খুব বেশি শোরগোল না করলেও ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের ভাষা; বিষয়বস্তু; প্রযুক্তি ও দর্শক সংস্কৃতিকে বদলে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সিনেমা আবার নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলেছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এই সময় একদল মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা বাংলা সিনেমা কে বিশ্বমানের শিল্পে পরিণত করেন। সত্যজিৎ রায়; ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন---এর মতো পরিচালকেরা বাস্তবধর্মী গল্প; মানবিকতা এবং সমাজ চেতনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। তাদের ছবিতে শুধু বিনোদন নয়; সমাজ ও মানুষের গভীর সংকটের প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে ভিজ্যুাল গল্প বলার অভিনব কৌশল বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশেষ মর্য্যাদা এনে দেয়। এই সময়টিকে বাংলা চলচ্চিত্রে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে নানা কারণে সেই ধারাবাহিকতা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৮০ থেকে ৯০ এর দশকে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প নানা সংকটে পড়ে। অর্থনৈতিক সমস্যা; প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা; প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং হিন্দি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির প্রতিযোগিতার কারণে বাংলা ছবির বাজার সংকুচিত হয়ে যায়। অনেক সময় ছবির মান ও প্রশ্নের মুখে পড়ে। ফলে দর্শকদের এক বড় অংশ বাংলা সিনেমা থেকে দূরে সরে যায়। তবে শিল্পের ইতিহাস বলেসংকটই নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেয়। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন প্রজন্মের পরিচালক ও শিল্পীর আগমন ঘটে। তারা গল্পের ধরন; ক্যামেরার ভাষা; সম্পাদনা এবং সংগীতে নতুনত্ব নিয়ে আসেন। এই সময় সামাজিক বাস্তবতা; ব্যক্তিগত সম্পর্ক; শহুরে সংকট এবং ইতিহাস ভিত্তিক বিষয় নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এই পরিবর্তনের ফলে বাংলা সিনেমায় একদিকে যেমন শিল্পমান বৃদ্ধি পেয়েছে; অন্যদিকে দর্শকদের আগ্রহ ও ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে।

বর্তমান সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতিও একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল ক্যামেরা; আধুনিক সম্পাদনা পদ্ধতি এবং উন্নত VFX প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ছবির মান অনেক উন্নত হয়েছে। এছাড়া বড় প্রযোজনা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নির্মিত কিছু ছবি বাংলা সিনেমাকে নতুন বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ; সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত ঐতিহাসিক ও অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র যেমন 'বাঘাযতীন' বা 'দেবী চৌধুরী রানী'- এর মতো প্রকল্পগুলি বড় বাজেট ও আধুনিক নির্মাণ শৈলীর মাধ্যমে বাংলা ছবির নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা করছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের নীরব বিপ্লবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য। এখন আর শুধু প্রেম বা পারিবারিক গল্প নয়— ইতিহাস; রাজনীতি; মনস্তত্ত্ব; থ্রিলার; এমনকি সামাজিক প্রতিবাদও ছবির বিষয় হয়ে উঠছে। এই প্রবণতার ফলে বাংলা সিনেমা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং সমাজকে প্রশ্ন করার এবং নতুন চিন্তার জন্ম দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। গত কয়েক বছরে 'ওটিটি প্লাটফর্ম' বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন এনেছে। আগে অনেক ভালো ছবি প্রেক্ষাগৃহে পর্যাপ্ত দর্শক পেত না। এখন সেই ছবিগুলো অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষাভাষী দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে নির্মাতারা এখন নতুন গল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহস পাচ্ছেন। ছোট বাজেটের হলেও মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে; যা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রশংসা পাচ্ছে। বাংলা চলচ্চিত্রের এই নীরব বিপ্লবের পিছনে দর্শকের রুচির পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন প্রজন্মের দর্শক এখন ঐশুধুমাত্র বাণিজ্যিক বিনোদন নয়; বরং গভীর ও বাস্তবধর্মী গল্প দেখতে আগ্রহী। ফলে চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখন আরও চিন্তাশীল এবং শিল্পমান- সম্পন্ন ছবি তৈরি করতে উৎসাহ পাচ্ছেন।

তবে সবকিছু সত্ত্বেও বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সামনে কিছু বড় চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কমে যাওয়া; পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সীমিত উপস্থিতি এখনও সমস্যা হিসাবে দেখা যায়। এছাড়া অনেক সময় ভালো চলচ্চিত্র প্রচারের অভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারে না। তাই সরকার; প্রযোজনা সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

সব বাধা সত্ত্বেও বাংলা চলচ্চিত্র আজ এক নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। প্রযুক্তির উন্নতি; নতুন প্রজন্মের সৃজনশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী দর্শকের উপস্থিতি এই তিনটি শক্তি একসঙ্গে বাংলা সিনেমাকে নতুন যুগে নিয়ে যেতে পারে। বাংলা চলচ্চিত্রের এই পরিবর্তন হয়তো খুব বেশি প্রচার পায় না; কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি 'নীরব বিপ্লব।' এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলা সিনেমা আবার তার গৌরবময় ঐতিহ্যকে নতুন রূপে ফিরে পাওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল
নাম্বার-৬২৯৫৫৩৩১০৭

বার বার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সাধারণ দুর্বলতা নয়, শরীর বড় কোনও রোগের ইঙ্গিত

হঠাৎ মাথা ঘুরল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। তার পর আর কিছু মনে নেই। অজ্ঞান হয়ে যাওয়াকে অনেকেই সব সময় সিরিয়াসলি দেখেন না। 'খিদে পেয়েছিল', 'শরীরটা দুর্বল', 'গরমে হয়েছে' বলে এড়িয়ে যান। সত্যিই অনেক সময় না খেয়ে থাকা, শরীরে জলের অভাব বা অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে এমনটা হতে পারে। কিন্তু যদি বার বার অজ্ঞান হয়ে যান, তখন আর বিষয়টাকে হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে মস্তিষ্ক বা হার্টের গুরুতর সমস্যা।

চিকিৎসকদের মতে, অজ্ঞান হওয়া মানে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। কারণ, সেই মুহূর্তে মস্তিষ্কে ঠিক মতো রক্ত বা অক্সিজেন পৌঁছয় না। এক-দু'বার এমন হলে সব সময় ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কিন্তু একই ঘটনা যদি বার বার ঘটে, তা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কোন কোন লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন? কোনও কারণ ছাড়াই বার বার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। হঠাৎ জ্ঞান হারানো।

অজ্ঞান হওয়ার সময় হাত-পা কাঁপা। জ্ঞান ফেরার পরও অনেকক্ষণ ঘোরের মধ্যে থাকা। অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগা। বুক ধড়ফড় করা বা বুকে ব্যথা হওয়া। প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা। ব্যায়াম বা দৌড়ানোর সময় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। কী ভাবে কারণ জানা যায়?

চিকিৎসকেরা প্রথমে রক্তচাপ পরীক্ষা করেন। তার পর প্রয়োজন হলে ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা, মস্তিষ্কের স্ক্যান বা ইইজি করতে বলেন। এতে বোঝা যায় সমস্যাটি মস্তিষ্কের, নাকি হার্টের। রোগ যত দ্রুত ধরা পড়বে, চিকিৎসা শুরু করাও তত সহজ হবে।

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবেন? প্রথমেই তাঁকে সমতল জায়গায় শুইয়ে দিন। টাইট জামাকাপড় হলে তা আলগা করে দিতে পারলে ভালো। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত জল বা খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। এতে শ্বাসরোধের ঝুঁকি থাকে। জ্ঞান ফেরার পরও যদি বুকে ব্যথা, ধড়ফড়ানি বা দীর্ঘক্ষণ বিভ্রান্তি থাকে, তা হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

চিকিৎসকেরা প্রথমে রক্তচাপ পরীক্ষা করেন। তার পর প্রয়োজন হলে ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা, মস্তিষ্কের স্ক্যান বা ইইজি করতে বলেন। এতে বোঝা যায় সমস্যাটি মস্তিষ্কের, নাকি হার্টের। রোগ যত দ্রুত ধরা পড়বে, চিকিৎসা শুরু করাও তত সহজ হবে। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবেন? প্রথমেই তাঁকে সমতল জায়গায় শুইয়ে দিন। টাইট জামাকাপড় হলে তা আলগা করে দিতে পারলে ভালো। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত জল বা খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। এতে শ্বাসরোধের ঝুঁকি থাকে। জ্ঞান ফেরার পরও যদি বুকে ব্যথা, ধড়ফড়ানি বা দীর্ঘক্ষণ বিভ্রান্তি থাকে, তা হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

ভালোবাসার কালী !

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কালী আপদে বিপদের সঙ্গী। যেকোনও সমস্যা থেকে বাঁচতে এক বাক্যে মানুষ ছোটে নিকটবর্তী যেকোনও কালীমন্দিরে। কালকে যে দমন করে এক বাক্যে তিনিই কালী। আবার তিনি মহাদেবের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লীলাখেলায় মত্ত থাকেন, তাইতো তিনি মহাকালী। মানুষের জন্ম মৃত্যুটা একটা কালচক্রে বিরাজমান। আর এই কালচক্রকে স্বয়ং ধারণ করেন মহাকালী। তাই তো সময়ের শাসকও সেই কালী। রক্ষা কালী শ্যামা কালী ডাকাত কালী শ্মশান কালী সহ হরেক নামে বাংলার অলিতে গলিতে কালী নিজের বাসা বাঁধে। কখনো তিনি গৃহস্থের ঘরে ষোড়শ উপাচারে পুজো নেন তো কখনো আবার ঘরের মেয়ের এক রাতের বিয়ের মতো সানাইয়ের সপ্তমী সুরে পুজো নেন। এ কালী যেন আমাদের ঘরের মেয়ে। তাঁকে আমরা প্রতিনিয়তই হাতের কাছে পেয়ে মনের সব যম যন্ত্রণার কথা যেন প্রাণ খুলে বলতে পারি। সাধক রামপ্রসাদ বামাক্ষ্যাপা কমলাকান্ত রামকৃষ্ণ দেবের ডাকে কালী সাড়া দিয়েছেন। ঠিক তেমনই স্বচ্ছ মনে তাঁকে ডাকার মতো ডাকলে সাধারণ মানুষের ডাকেও কালী সাড়া দেয় এবং দেবেও। কারণ সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁষে না। সংসার কারাগার থেকে বাঁচতে মানুষ পাড়ার কালীমন্দির থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে ছুটে যায়। লৌহজিহা

গলায় নরমুন্ডের মালা হাতে খড়্গ ভয়ংকরী রূপে কালী থাকলেও সর্বোপরি তিনি তাঁর বরাভয় দ্বারা সাধারণ মানুষকে অভয় দেন। যতই সমস্যা থাকুক না কেন যতই বিপদ আপদ থাকুক না কেন মা কালী যখন আছেন বিপত্তারিণী হিসেবে তিনিই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। সুতরাং, একাধিকবার কোথাও যেন একটা কথাই উঠে আসে এখানে কালীকে ভয় নয়, কালী আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরের মা। সে আমাদের ভালোবাসার পাত্রী। নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজিতা আরাধ্যা ভালোবাসার দেবী কালী !

ঝকঝকে ত্বকের ম্যাজিক

সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল হরেক রকমের সিরাম, মাস্ক আর জটিল সব স্কিনকেয়ার রুটিন দেখা যায়। তবে রূপচর্চা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বককে সুস্থ, সতেজ ও উজ্জ্বল করে তুলতে এত জটিলতার কোনও প্রয়োজন নেই। আসল ম্যাজিক লুকিয়ে আছে সঠিক প্রোডাক্টের নিয়মিত ব্যবহারে। রাতে ঘুমোনোর সময় আমাদের ত্বক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভিতর থেকে মেরামত বা পুনরুজ্জীবিত করে। সারাদিনের দূষণ, রোদ আর ধুলোবালির ধকল কাটিয়ে ত্বক যাতে রাতে সঠিক ভাবে শ্বাস নিতে পারে, তার জন্য একটি সহজ নাইট-টাইম রুটিন মেনে চলা জরুরি। মাত্র ৪-৫টি সহজ ধাপে কী ভাবে রাতে ত্বকের যত্ন নেবেন, জেনে নিন।

১. মাইল্ড ফেসওয়াশ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করুন--- রাতের স্কিনকেয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ত্বক পরিষ্কার করা। সারাদিনের জমে থাকা ময়লা, অতিরিক্ত তেল, মেকআপ এবং সানস্ক্রিন ত্বকের লোমকূপ বন্ধ করে দেয়, যা থেকে পরে ব্রণ বা কালচে ভাব দেখা দেয়। ত্বকের ধরণ অনুযায়ী বাছুন: শুষ্ক বা স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য ক্রিম-বেসড ক্লিনজার এবং তৈলাক্ত বা মিশ্র ত্বকের জন্য জেল-বেসড ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন। ডাবল ক্লিনজিং: যদি ভারী মেকআপ বা ওয়াটারপ্রুফ সানস্ক্রিন মেখে থাকেন, তবে প্রথমে একটি অয়েল-বেসড ক্লিনজার বা মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে তারপর ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন। ২. হাইড্রেশন বজায় রাখা জরুরি মুখ ধোয়ার পর ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখা জরুরি। একটি লাইটওয়েট বা হালকা ময়েশ্চারাইজার ত্বকের স্বাভাবিক সুরক্ষাকবচ মজবুত করে। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রেও ময়েশ্চারাইজার বাদ দেওয়া ভুল, কারণ ত্বক ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়লে আরও বেশি তেল তৈরি হতে শুরু করে। কী মাথায় রাখবেন: ময়েশ্চারাইজার কেনার সময় হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন, সেরামাইড বা স্কোয়ালেন-এর মতো উপাদান আছে কি না দেখে নিন। এগুলো ত্বককে চটচটে না করেই সারারাত আর্দ্র রাখে। ৩. 'টার্গেটেড ট্রিটমেন্ট' ত্বকের প্রধান সমস্যা অনুযায়ী যে কোনও একটি বিশেষ প্রোডাক্ট বেছে নিন। উজ্জ্বল করতে: নাইট রুটিনে ভিটামিন সি ব্যবহার করতে পারেন। ব্রণ কমাতে: স্যালিসিলিক অ্যাসিড বা বেনজাইল পারক্সাইড যুক্ত সিরাম বা ক্রিম ব্যবহার করুন। বয়সের ছাপ ও বলিরেখা দূর করতে: রেটিনল বা রেটিনল-যুক্ত প্রোডাক্ট ত্বককে মসৃণ করতে দারুণ কাজ করে।

৪. চোখের চারপাশের যত্ন--- চোখের চারপাশের চামড়া মুখের অন্য অংশের চেয়ে অনেক বেশি পাতলা ও স্পর্শকাতর হয়। চোখের নীচে কালো দাগ ফোলা ভাব বা ফাইন লাইনস থাকলে একটি ভালো আই ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। পেপটাইড, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড বা ক্যাফিন-যুক্ত আই ক্রিম অনামিকা আঙুল দিয়ে আলতো করে চোখের চারপাশে ম্যাসাজ করুন।

৫. ঠোঁটের যত্ন— ঘুমের সময় ঠোঁট খুব দ্রুত শুকিয়ে যায়। তাই রাতে ঘুমানোর আগে একটি ভালো হাইড্রেটিং লিপ বাম বা লিপ স্লিপিং মাস্ক ব্যবহার করুন। শিয়া বাটার, বিওয়াক্স বা প্রাকৃতিক তেল সমৃদ্ধ লিপ বাম ঠোঁটকে সকালের মধ্যে নরম ও কোমল করে তোলে।

আকবরও খেতেন শিঙাড়া, তাতে ছিল না আলুর পুর

অঙ্কিতা দাশ

খোসা-সমেত চৌকো করে কাটা আলু, অনুবীক্ষণ যন্ত্রে খুঁজে না পাওয়া ফুলকপির টুকরো আর হঠাৎ দাঁত লেগে কচাৎ করে ভেঙে যাওয়া ভাজা বাদাম। ঝাল-ঝাল, মাখো মাখো তরকারির পুর-ভরা গরম শিঙাড়া। প্রতি বিকেলে এলাকায় খেলতে বেরোনোর আসল উদ্দেশ্য ছিল পাড়ার মোড়ের মার্কা-মারা মিষ্টির দোকানের সামনে ঘুরঘুর করা। খাওয়ার সাহস ছিল না। তবে কথায় আছে না, 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং'। সাদা ময়দায় তেলের ময়ান পড়লে যে সুন্দর গন্ধ ভেসে আসে, তাতেই তো অর্ধেক শিঙাড়া খাওয়া হয়ে যায়। গলির মোড় থেকে বড় রাস্তা পেরিয়ে মিনিট দুয়েক হেঁটে গেলেই 'গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভান্ডার'। সেখানে গেলে শিঙাড়ার সঙ্গে বাড়তি পাওনা টক-মিষ্টি তেঁতুলের চাটনি। বাড়িতে অতিথি এলে সেখান থেকে শিঙাড়া কিনে আনার হুকুম দেওয়া হতো বাড়ির নতুন প্রজন্মের জ্যেষ্ঠজনকে (ছোটদের মধ্যে বড় যে)। কাগজের ঠোঙায় মোড়া গরম শিঙাড়া হাতে করে বয়ে আনতে আনতে মনে হতো এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু আছে ইহজগতে?

যাক সে কথা। শিঙাড়া নিয়ে এত আলোচনা কেন, সে প্রসঙ্গে আসা যাক। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় করে ফেলেছে ময়দার খোলের ভিতর আলুর পুরভরা এই শিঙাড়া, থুড়ি, সামোসা। নেটিজেনদের দাবি, সামোসা খাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে লোকো পাইলট নাকি মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে ইঞ্জিন থেকে নেমে সোজা দোকানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, সামোসা কিনে দাম মিটিয়ে ইঞ্জিনরুমে ফিরতেই কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটি চলতে শুরু করে। এই দৃশ্য ঘিরেই অভিযোগ ওঠে, যাত্রিবাহী ট্রেনটি শুধুমাত্র খাবার কেনার জন্যেই নাকি থামানো হয়েছিল। ভিডিয়োর সত্যতা এই সময় অনলাইন যাচাই না করলেও ভারতীয় রেল এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল বলে জানিয়েছে। তাহলে বাকবিতণ্ডার এখানেই ইতি?

তা কী করে হয়? সবে তো শিঙাড়ার আলু কেটে এই ঢাউস অ্যালুমিনিয়ামের গামলা ভেজানো হলো। তারপর মশলা তৈরি হবে, ময়দা মাখতে হবে। সে মেলা কাজ। বলতে গিয়ে খেয়াল হলো শিঙাড়া বা সামোসা, যাকে নিয়ে বাঙালির এত ভালোবাসা, সেই খাবার তো আসলে ভারতীয়ই নয়। শিঙাড়ার হিন্দি সামোসা, যার জন্ম আসলে পারসি শব্দ 'সানবুসাগ' থেকে। যার অর্থ তিনকোণা ভাজা পিঠে। ইরানি ব্যবসায়ীদের হাত ধরে এই 'সানবুসাগ' বা 'সাম্বুসা' এসে পৌঁছয় ভারতে। আর সামোসার মধ্যমণিমানে ওই আলুর পুরজন্মলগ্নে তা তৈরি হতো মাংস দিয়ে। সেখানে আলু বা লঙ্কাকিছুই ব্যবহার করা হতো না। মাংসের পুর-ভরা এই পদটি চট করে নষ্ট হতো না। সেই জন্যেই তা রাস্তার খাবার হিসেবে এটিকে সঙ্গে নেওয়া হতো। ইরানি ঐতিহাসিক আবুল ফজল বৈহাকির 'তারিখ- এ-বৈহাগি'তেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেশে পৌঁছে সেই 'সাম্বুসা' স্বাদ-গন্ধ আর খোলনলচে বদলে হয়ে উঠল সামোসা বা শিঙাড়া!

ময়দা মাখা শেষ। শিঙাড়ার পুরটা তৈরি করতে করতে একটা কথা মাথায় এল। বেশ কয়েকদিন আগে এক্স হ্যান্ডল-এ আরও পোস্ট ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা গিয়েছে, ৫০০ বছর পুরোনো একটি পার্সি পাণ্ডুলিপির ছবি। সেখানে লেখা রয়েছে শিঙাড়ার প্রণালী। ভারতে আলু এবং কাঁচা লঙ্কা আসার বহু আগেই যে শিঙাড়ার জন্ম হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে এখানে। আজকের শিঙাড়া বা সামোসা আর সে যুগের 'সাম্বুসা'র রেসিপি কতটা আলাদা, তা-ও লেখা রয়েছে ছবিতে। শিঙাড়ার এই প্রাচীন প্রণালীটি পাওয়া গিয়েছে ১৫০১ থেকে ১৫১০ সালের মধ্যে মান্ডুর সুলতানের জন্য সংকলিত 'নিমতনামা' বা 'বুক অফ ডিলাইটস' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। মনে করা হয়, এই পাণ্ডুলিপিটি পরবর্তীতে মোগল সম্রাট আকবর এবং মহীশূরের টিপু সুলতানের মতো শাসকদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। আলু-ফুলকপির পুরে যেমন গোটা জিরে, মৌরি ও আদা বাটা ফোড়ন দেওয়ার চল রয়েছে, আগে তা ছিল না। এখন তো পুরের মূল উপকরণ মানে আলু বাদে শিঙাড়ায় নানা জিনিস দেওয়ার চল হয়েছে। 'ফিউশন ফুড'-এর নামে কখনও পনির, কখনও চাউমিন, কখনও চিজ, এমনকী চকোলেটের পুরও ভরে দেওয়া হচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শার্সি-ঘেরা দোকান থেকে গুচ্ছের টাকা দিয়ে সেগুলি কিনে খাচ্ছেনও সকলে। তা রান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মোগল আমলেও কম হতো না। আজকের সস্তা ও চটজলদি স্ট্রিট ফুডের তুলনায় মোগল আমলের 'সাম্বুসা' ছিল এক রাজকীয় সুস্বাদু পদ। ভাইরাল পোস্টে যে রেসিপির উল্লেখ রয়েছে, সেখানে আলুর পুর মোটেই ছিল না। পরিবর্তে এমন কিছু উপকরণের নাম রয়েছে, যা শিঙাড়া-প্রেমীরা কল্পনাও করতে পারেন না। যেমন ধরুন, পোড়ানো বেগুন। আজকের দিন হলে ওই পদটির একখানা 'বেকড বা স্মোকড এগপ্ল্যান্ট সামোসা' গোছের নাম হতে পারত। এ ছাড়াও সে যুগে সাম্বুসা তৈরি হতো খাসির কিমা, নানা ধরনের শুকনো ফল বা ডাল সেদ্ধ দিয়ে।

ময়দা থেকে লেচি কেটে নিয়ে লুচির মতো বেলতে হয়। তার পর মাঝখান থেকে দু'ভাগে কেটে তিনকোণা করে মুড়ে পুর ভরে মুখ বন্ধ করে দিলেই শিঙাড়ার প্রথম ধাপ সম্পন্ন। এ বার শুধু ভেজে তোলার পালা। ইতিহাসবিদরা বলছেন, সে যুগের সাম্বুসা দেখতেও শিঙাড়ার মতো ছিল না। তিনকোণা হলেও আকারটা যেন এখনকার পিৎজার মতো। ভিতরে আলুর পুর ভরার চলও খুব পুরোনো নয়। মোগল সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আলু নিয়ে আসেন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজকীয় বাবুর্চিরা এই পদে মিষ্টি ও নোনতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি মালওয়ার সুলতানের সভায় পরিবেশিত হতো শিঙাড়া। পারসি ভাষায় লেখা মধ্যযুগের কুকবুক 'নিমতনামা'য় উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় আট রকম শিঙাড়ার, যা পরিবেশিত হতো তাঁর সভায়। তাদের মধ্যে কোনওটায় থাকত পাঁঠার মাংসের পুর, কোনওটায় হরিণের মাংস। বাদাম, গোলাপজল, এলাচ, শুকনো দুধ দিয়েও মিষ্টি পুর ভরা শিঙাড়ার চল ছিল সে সময়ে। তারই উত্তরাধিকার হিসেবে মিষ্টির দোকানে রসে চোবানো ক্ষীরের শিঙাড়া এখনও রয়েছে। যতই গলা-বুক জ্বালা করুক, রক্তে শর্করার মাত্রা বিপদসীমার উপর দিয়ে বয়ে যাক, আদি শীতলা মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে লোভনীয় ওই ক্ষীরের শিঙাড়া মুখে পুরে দেওয়ার যে কী স্বাদ আহা! লিখে বোঝানো যাবে না। কড়ায় তেল দিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। একটু গরম হলেই আঁচ কমিয়ে ময়দার শিঙাড়াগুলো তেলে ছেড়ে দিতে হয়। তেল খুব গরম হয়ে গেলে শিঙাড়ার উপরে ময়দার আস্তরণ লালচে হলেও ভিতরে স্তর কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। আর গ্যাসের আঁচ কিন্তু কমিয়ে রাখতে হবে। ডুবো তেলে ধৈর্য ধরে, উল্টে-পাল্টে ভাজতে হবে শিঙাড়া। তবে কী জানেন, আজকাল শিঙাড়া নিয়ে এত বিলাসিতা করার সময় কারও নেই। কালের নিয়মে শিঙাড়ার পুরের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাতেও বির্বতন এসেছে। তবে পাড়ার চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে গেলে খোঁজ পড়ে শিঙাড়ার। বর্ষণমুখর দিনে শিঙাড়ার জন্য মনটা উদাস হয়ে যায়। হাই ক্লোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইডের চোখরাঙানি এড়িয়েও মাঝেমধ্যে ছোটবেলার সেই হারিয়ে যাওয়া ময়ানের গন্ধটা বিকেল হলেই এখনও ভেসে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সংযোগ, জলপথ এবং একটি বিস্তৃত ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের মতো পাবলিক অবকাঠামোতে বিশাল বিনিয়োগ করেছে। আমাদের কাছে প্রাকৃতিক গ্যাস, রাবার বাগান, জিআই-ট্যাগযুক্ত কুইন আনারস, প্রিমিয়াম আগরউড, বিভিন্ন ধরণের বাঁশ জাতীয় দ্রব্য এবং সমৃদ্ধ উদ্যান ক্ষেত্র রয়েছে।

আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ”ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬” এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

পরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন যে ত্রিপুরা তৃতীয় সম্পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য যেখানে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এবং দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। এখন, শক্তিশালী পরিকাঠামো এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত সময়। সেজন্য আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৫টি দপ্তর এবং সংস্থার অংশগ্রহণে এই বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন একটি বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করেছি। এই বিজনেস কনক্লেভে ৫০০”র অধিক ব্যবসায়ী নেতা, প্রোমোটার, শিল্পপতি এবং উদ্যোক্তা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ, সর্ব-আবহাওয়া সংযোগ এবং ব্যবসা-বান্ধব নীতি ত্রিপুরাকে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের গন্তব্যে পরিণত করেছে। আমরা ভূমি, নগর পরিকল্পনা, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক নীতি সংস্কার করেছি।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে,”রিফর্ম এক্সপ্রেস” বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ডিরেগুলেশন এবং কমপ্লায়েন্স রিডাকশন প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে ত্রিপুরা সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমরা ভূমি-ব্যবহার পরিবর্তনের পদ্ধতিগুলিকে সরলীকৃত করেছি, শিল্প ও ব্যবসার অনুমতি সমূহ সুবিন্যস্ত করেছি, একক উইন্ডো পোর্টাল ”সোয়াগত ” তৈরি করেছি এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শন চালু করেছি। সামাজিক, শিক্ষাগত এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলির জন্য খুব মাঝারি হারে সরকারি জমি লিজে দেওয়া হয়। আমরা এমন কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে একটি যারা সমস্ত শিল্প ও ব্যবসা-সম্পর্কিত অনুমোদন ইস্যু করে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, গত এক বছরে প্রায় ৩০, ০০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

আমাদের ১,৫৮,০০০ হেক্টর প্রাকৃতিক রাবার বাগান রয়েছে, যা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম। শান্তিরবাজারে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা সহ একটি নতুন রাবার পার্ক স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে মানসম্পন্ন রাবার উৎপাদন, সেন্টিফিউজড ল্যাটেক্স পণ্য, ফোম, সার্জিক্যাল, শিল্প এবং গৃহস্থালি সামগ্রীর কাঠ ও গ্লাভস সহ কাঠের তৈরি নানা জিনিসপত্র তৈরি করা যেতে পারে। রাবার ভিত্তিক শিল্প, প্লাইউড তৈরি সহ রাবার ভিত্তিক নানা নতুন বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। একইভাবে, আমরা ৪৫,০০০ হেক্টর জমিতে শিল্প বাঁশ চাষ সম্প্রসারিত করছি এবং উনকোটিতে একটি সমন্বিত বাঁশ ভ্যালু চেইন পার্ক স্থাপন করছি। ২.২৭ কোটি আগর গাছ সহ ত্রিপুরায় ভারতের শীর্ষস্থানীয় এবং সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আগর বাস্তুতন্ত্র রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগর ভিত্তিক বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী উৎপাদনে বড়সড় বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। কৃষি এবং উদ্যান ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিয়োগের খাতের মধ্যে রয়েছে - কোল্ড চেইন অবকাঠামো, টিস্যু কালচার সুবিধা, আনারস এবং কাঁঠাল প্রক্রিয়াকরণ, ফাইবার নিষ্কাশন, ডিহাইড্রেটেড ফল প্রক্রিয়াকরণ, এবং চালের তুষ এবং তুষ তেল ইউনিট. ফিশ ফিড উৎপাদন কেন্দ্র, ক্লাস্টার ভিত্তিক মাছ চাষ ও শুকনো মাছ প্রক্রিয়াকরণ, মাছের বাজার এবং ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড এবং অ্যাকোয়া ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠা। আমরা একটি এনার্জি ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছি যা টেকসই, প্রযুক্তি-চালিত এবং বিনিয়োগ-বান্ধব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার কৌশলগত অবস্থান, বাংলাদেশের সাথে এর ৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত, এটিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার করে তুলছে।আগরতলা-আখাউড়া আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ, মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরকে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে গড়ে তোলা, চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সাব্রুমকে সংযুক্তকারী মৈত্রী সেতু এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের সোনামুড়া-দাউদকান্দি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন রুট একটি নির্বিঘ্ন মাল্টিমডাল পরিবহন ও লজিস্টিক ইকোসিস্টেমের জন্য বাস্তব সুযোগ।ত্রিপুরায় লজিস্টিক পার্ক, গুদামজাতকরণ, কোল্ড-চেইন পরিকাঠামো, মাল্টিমোডাল কার্গো হাব, বৈদ্যুতিক গতিশীলতা, বাণিজ্যিক পাইলট প্রশিক্ষণ এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশল, হেলিপোর্ট এবং এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং ডম্বুর লেকে সী-প্লেন অপারেশনে প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

ডাঃ সাহা বলেন যে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যকে স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ, জৈবপ্রযুক্তি এবং চিকিৎসা উদ্ভাবনের জন্য একটি নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রে রূপান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, ত্রিপুরা আইটি ও ডেটা ইকোসিস্টেম জোন (টিআইডিইজেড), ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন পার্ক এবং একটি অত্যাধুনিক আইটি পার্কের মতো বড় পরিকাঠামো সমন্বিত প্রকল্প গড়ে তুলছে। আমি আনন্দিত যে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভে ৭০০”র অধিক প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন এবং ২৫০টিরও অধিক এমওইউ স্বাক্ষরিত হচ্ছে, যার বিনিয়োগের লক্ষ্য প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার অধিক। ”টিম ত্রিপুরা”-এর সক্রিয় সমর্থনের সাথে, আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে এই সমঝোতা স্মারকগুলির অধিকাংশই অদূর ভবিষ্যতে সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার শিল্প বিনিয়োগে এক আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ত্রিপুরা দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে শিল্প বিনিয়োগে ন্যাশনাল ডি রেগুলেশন ইনিশিয়েটিভ এবং সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু হয়েছে। ত্রিপুরায় এক শিল্প পরিবেশ রয়েছে যে রাজ্যে শিক্ষার হার বেশি, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোক, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডিজিটাল পরিকাঠামো ও প্রাকৃতিক রাবার, বাঁশ রয়েছে। কুইন ভ্যারাইটির আনারস, ইত্যাদিতে ভরপুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এক রাজ্য। এম এস এম ই ক্ষেত্রকেও শিল্প বানিজ্য বিনিয়োগে অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দেন শিল্প বানিজ্য মন্ত্রী শ্রী গোয়েল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বানিজ্য সম্পর্ক রয়েছে এই সব দেশেও ত্রিপুরার উৎপাদিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত বিকশিত ভারত গঠনে ত্রিপুরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

ভার্চুয়াল ভাষণে উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এক্ট ইস্ট ভিশনে ত্রিপুরা ভারতের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বানিজ্যের দ্বার হয়ে উঠতে চলছে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য তিনি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান। শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অষ্টলক্ষীর অন্যতম এক রাজ্য ত্রিপুরা। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত গঠন জোর কদমে এগিয়ে চলছে। গত ১২ বছরে ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রভুত উন্নতি হয়েছে। রেল, সড়ক, বিমান যোগাযোগ সব দিক দিয়ে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ত্রিপুরায় জি.এস.ডি.পি দেশের গড় অনুপাতের প্রায় সমান। প্রাকৃতিক রাবার, চা, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ কৃষিতে সমৃদ্ধ এক রাজ্য। এখানে বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা।বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরা দেশের একটি শান্তিপূর্ন রাজ্য। শিল্প বিনিয়োগে উপযুক্ত ও নিরাপদ এক রাজ্য। রাজ্যের জি.এস.ডি.পি গত ছয় বছরে দ্বিগুন হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ এই রাজ্য। শিল্পের জন্য প্রাকৃতিক রাবার, চা, বাঁশ ছাড়াও জিআই ট্যাগ সমৃদ্ধ কুইন আনারস, আগর উড রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, শিল্প বাণিজ্য সচিব কিরণ গিত্যে, ফিকির উত্তর পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান রঞ্জিত বড়ঠাকুর ভাষণ দেন।

আত্মঘাতি যুবক

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবিপি হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে, যুবকের অকাল মৃত্যুতে দাসপাড়া এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা এই ঘটনায় মর্মাহত।

মহকুমা শাসক

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েকদিন রাজ্যে আরও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সাব্রুম মহকুমা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক।

তিনি বলেন, সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে এবং পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ রাখা হবে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যায়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনে প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তীরের পরিবারগুলি

● প্রথম পাতার পর

নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন।

বাসিন্দাদের দাবি, গত প্রায় দুই দশক ধরে ভাঙনপ্রবণ এলাকায় পাথরের বাঁধ (বোল্ডার এমব্যাঙ্কমেন্ট) নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। দীর্ঘ আন্দোলনের পর প্রায় ছয় মাস আগে ভাঙনরোধী প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হলেও টেন্ডার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এখনও কাজ শুরু হয়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে পরিস্থিতি দিন দিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই বহু একর কৃষিজমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি নদীতে বিলীন হয়েছে এবং আরও অনেক বাড়ি ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বর্ষার মধ্যে দ্রুত ভাঙনরোধী কাজ শুরু না হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, টেন্ডার সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত মিটিয়ে অবিলম্বে নদী তীর সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হোক, যাতে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায়।

গৃহবধূকে মারধর

● প্রথম পাতার পর

নির্যাতনের খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে রুকিয়া বেগম মেয়ের বাড়িতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়।একইসঙ্গে হোসেনা বেগমের দেড় বছরের কন্যা সন্তানকে জোর করে নিজেদের কাছেই রেখে দেন অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়ি। এরপর বুধবার সন্ধ্যায় আমতলী থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা গৃহবধূ ও তাঁর মা। অভিযোগে শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়।অভিযোগকারীদের দাবি, অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও পুলিশ আসার খবর পেয়ে শিশুকন্যাটিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার সকালে শিশুটিকে আমতলী থানায় এনে মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হলেও, দুপুর পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ।পরে নির্যাতিতা গৃহবধূ ও তাঁর মা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। তাঁরা অবিলম্বে শিশুকন্যাটিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।এদিকে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও শিশুকন্যাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে। তবে এ বিষয়ে আমতলী থানার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

PNIe-T-11/EE/RD/BSGD/SPJ/2026-27/ dt. 08/07/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 14/07/2026 for 2 (two) nos work. (PWD SOR 2023).

Eligible bidders shall shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C-1128/26

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

নিখোঁজ সংবাদ

Ref:- Sonamura PS Case No.2024SNM029, Dated. 20/03/2024, U/S-363 of IPC

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রী রাহুল দাস, বয়স-১১ বছর, পিতা-শ্রী প্রদীপ দাস সাং- উরমাই, ওয়ার্ড নং-০১, থানা-সোনামুড়া, সিপাহিজলা ত্রিপুরা, উচ্চতা-৩ ফুট গায়ের রং-শ্যামলা, চোখওচুল-কালো, মুখমন্ডল-গোলাকার এবং পড়নে জিন্স পেন্ট ও কমলা রং এর শার্ট। উক্ত ছেলেটি গত ১৭-০৩-২০২৪ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।

উপরিউক্ত নিখোঁজ ছেলেটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :-
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-
দূরভাষ নম্বর :-
৬০০৯৪২০৬০৪ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা
৮৮৩৭৪৮৮০৮৫ (ও.সি. সোনামুড়া থানা)

ICA/D-519/26

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা,
ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি:-

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, NO.F.1(44)/CDPO/DMC/2024/656(10) Dated, Damcherra, The 20/02/2026সেহমূলে দামছড়া আই,সি,ডিএস প্রজেক্টের অন্তর্গত নিম্নে বর্ণিত এডিসি ভিলেজের অঙ্গনোয়াড়ী কেন্দ্র সমূহের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মি (AWW) পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস কারী মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন বিবাহিত অতবা বিধবা মহিলাদের যাদের বয়স ১৮/০৩/২০২৬ ইং অনুসারের বয়স ১৮ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসরের মধ্যে, মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মি (AWW) এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহকর্মি (AWH) পদের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছে। তাহাদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ছিল ১৮/০৩/২০২৬ ইং। **আনিবার্য্য কারন বসত:** সাক্ষাৎকারের দিন পরিবর্তন করা হইয়েছিল এমতাবস্তায় পুণরায় আরম্ব করা হইবে। **নিম্নে সাক্ষাৎকারের দিন দেওয়া হইল।**

১) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মি (AWW) পদের জন্য সাক্ষাৎকারের দিন ২১/০৭/২০২৬ ইং সকাল ১০ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা।

২) অঙ্গনওয়াড়ি সহকর্মি (AWH) পদের জন্য সাক্ষাৎকারের দিন ২১/০৭/২০২৬ ইং সকাল ১০ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা।

ক্রমিক নং	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নাম	গাঁও সভা ও ভিলেজের নাম	কত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মি খালি ?	কত অঙ্গনওয়াড়ি সহকর্মি খালি ?
১	[illegible]	[illegible]	০	০১
২	[illegible]	[illegible]	০১	০
৩	[illegible]	[illegible]	০১	০১

মৌট:- ১) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মি ০২ টি।
২) অঙ্গনওয়াড়ি সহকর্মি ০২টি।

বিঃদ্রঃ
১) সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় আবেদনকারীদের সার্টিফিকেটের মূল কপি সঙ্গে আনিতে হইবে।

ICA/D-520/26

(শ্রী স্বরূপ শীল)
শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক
দামছড়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প
উত্তর ত্রিপুরা

আতঙ্কে নগরবাসী

● প্রথম পাতার পর

দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে মনু নদীর জল কৈলাশহরের ফরেস্ট অফিস রোড এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে। নদীর জল ক্রমশ বাড়তে থাকায় প্লাবনের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালাইরপাড় এলাকাতেও বেশ কয়েকটি বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। পাশাপাশি গোবিন্দপুর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কোমরসমান জল জমে বহু বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। টানা দুদিনের ভারী বর্ষণে কৈলাশহরের কালিপুর এলাকাতেও বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে।

এদিকে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতীতে নির্মিত বাঁধগুলির নির্মাণকাজ সঠিকভাবে না হওয়ায় সামান্য জলচাপেই বাঁধের বিভিন্ন অংশে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে বাঁধ ভেঙে আরও বড় ধরনের প্লাবনের সৃষ্টি হতে পারে।

বন্যা পরিস্থিতির কারণে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালানো হলেও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত ত্রাণ, নিরাপদ আশ্রয় এবং বাঁধ মেরামতের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এদিকে, টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে ঊনকোটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। মনু নদীর সাথে দেও নদীর জলস্তরও বৃদ্ধি হওয়ায় নদীতীরবর্তী এলাকায় বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। সম্ভাব্য ভাঙন ও জল প্রবেশের আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার কৈলাশহর মহকুমার লাটিয়াপুড়া, দেবীপুর-সহ একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অব্যাহত বৃষ্টির ফলে মনু ও দেও নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই নদীর তীরবর্তী কয়েকটি এলাকায় ভাঙনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি দুটি সুইচগেট দিয়ে জল প্রবেশের ঘটনাও নজরে এসেছে। ফলে নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়লেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন সার্বক্ষণিক নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান কৈলাশহরের মহকুমা শাসক, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আধিকারিকরা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, গৌরনগর ব্লকের বিডিও, বিএসএফের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। তাঁরা বাঁধের অবস্থা, নদীর স্রোতের তীব্রতা, ভাঙনপ্রবণ এলাকা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির স্থানগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার মতো সব ধরনের প্রস্তুতিও রাখতে বলা হয়েছে। এদিকে, নদীতীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক করতে মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রয়োজন হলে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে শুধুমাত্র প্রশাসনের সরকারি নির্দেশিকা অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।প্রশাসনের দাবি, বন্যা পরিস্থিতির ওপর ২৪ ঘন্টা নজর রাখা হচ্ছে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণে প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

সাংসদের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনায় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন। এরপর দলীয়ভাবে তিনি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত গত মাসে পদত্যাগ করেন।

বর্তমান বিধানসভার সংখ্যার নিরিখে আসন্ন রাজ্যসভার তিনটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিজেপির বিধানসভায় বর্তমানে ২০৮ জন বিধায়ক রয়েছেন। অন্যদিকে, কোনও বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করতে বিরোধী প্রার্থীর ন্যূনতম ৭০টি ভোট প্রয়োজন হবে।

সরকারি হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের ৮০ জন বিধায়ক থাকলেও, তাদের মধ্যে ৬০ জন বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে রয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। বাকি ২০ জন বিধায়ক এখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অনুগত বলে রাজনৈতিক সূত্রের খবর।

CORRIGENDUM - RETENDER NOTICE

PNIeT NO: 32/EE/KD/2025-26 Date: 08-07-2026

In continuation of this office Press Notice Inviting e-Tender No. PNIET NO: 32/EE/KD/2025-26 dated 02-03-2026, it is hereby informed to all concerned that due to non-availability of eligible bidder. the following works are being retendered with
the same terms and conditions as mentioned in the original PNIT. The revised schedule for Downloading and Bidding and Bid Opening is given below."

The date of opeing of Bid
15-07-2026

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee	Last date and time for document downloading and bidding		Time and date of Opening of Bid		Document downloading and biding
1	Mtc. of 5 Nos Bailey Bridge under Pecharthal Sub-division PWD(R&B) during the year 2025-26/ SH: Supplying, fitting & fixing of different bailey bridge components and Painting of bailey bridge etc.(2nd Call) DNIT NO:-92/EE/KD/2025-26	Rs. 24,05,439.00	Rs. 48,109.00	60(Sixty) Days	Rs. 1,000.00	Upto 3.00 Pm on	15/07/2026	At 4.00 Pm on	15/07/2026	https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the eprocurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1115/26

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

PNIT No.: 08/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK & DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT- 30/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	Rs. 4,05,175.00	Rs. 8,104.00	365(three hundred sixty five) Days.	Appropriate Class
2	DNIeT- 31/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	Rs. 9,43,477.00	Rs. 18,870.00	120(one hundred twenty) Days.	
3	DNIeT- 32/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	Rs. 5,74,080.00	Rs. 11,482.00	365(three hundred sixty five) Days.	
4	DNIeT- 33/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	Rs. 3,69,840.00	Rs. 7,397.00		

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 15-07-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 15-07-2026 at 16.00 Hrs.
Website for Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in.
Tender Fee: Rs. 1000.00 each, (non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9862156455
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in/ www.eprocure.gov.in/epublishing

ICA/C-1121/26

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai, Tripura

P'NIeT No.:65/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 06/07/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No:	18/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs. 11,38,467.00
Time of Completion :	1095 Days
Last date and time of Submission of Bid :	16/07/2026 at 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1113/26

Executive Engineer
Mechanical Division Tripura

সহস্রাধিক মানুষ

● প্রথম পাতার পর

ভূমিধসের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। এছাড়া মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমায় ৪১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২টি বাড়ি মারাত্মক এবং ৩৯টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোমতী জেলার করবুক মহকুমার তীর্থমুখ-নূনছড়া সড়কে ভূমিধসের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হলেও স্থানীয়দের সহযোগিতায় রাস্তা দ্রুত পরিষ্কার করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ, পুলিশ, দমকল এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের কাজ চলছে এবং পরিস্থিতির উপর রাজ্য প্রশাসন সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিসে প্রতি শুক্রবার সাইরেন বাজানো হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: জরুরি সতর্কীকরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং নিয়মিত দুর্যোগ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কাঞ্চনপুর মহকুমায় মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রতি শুক্রবার নিয়মিত সাইরেন পরীক্ষাকরণ পরিচালিত হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে এই পরীক্ষাকরণ অনুষ্ঠিত হবে।

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্ধারিত সময়ে বাজানো সাইরেন সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে বাজানো হবে। এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতির সংকেত নয়। তাই সাইরেনের শব্দ শুনে কেউ যেন আতঙ্কিত না হন বা কোনও ধরনের গুজবে কান না দেন।

সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতা কামনা করা হয়েছে, যাতে নিয়মিত দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সংক্রান্ত বিষয়, এডিসি এলাকার জমি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া, চাকরি বিক্রির অভিযোগসহ একাধিক ইস্যুতে শাসকপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস। যদিও এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এক পুলিশ আধিকারিককে গাড়ির বনেটে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা, নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, মাদক পাচারের ঘটনা এবং বিশালগড়-সহ বিভিন্ন এলাকার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। দলের অভিযোগ, অপরাধ দমনে সরকারের ঘোষিত ”জিরো টলারেন্স” নীতির কার্যকর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করেছে, রাজ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, উন্নয়নমূলক কাজের অভাব এবং দুর্নীতির কারণেই সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছে দলটি। প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে মৃত আদিবাসী যুবকের পরিবার এবং আর্থিক সংকটে শিশু বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া পরিবারগুলিকে দ্রুত পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে এমজিএনআরইজিএ (রেগা) প্রকল্প পুনরায় চালু, কর্মদিবস ও মজুরি বৃদ্ধি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কাজের সুযোগ বাড়ানো এবং দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

নদীর জলস্তর

● প্রথম পাতার পর

সোনাতলা, ধলাবলি, চকবেরসহ একাধিক এলাকা। এসব অঞ্চলে বহু বাড়িঘরে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। পাশাপাশি বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ায় ধানচাষে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে খোয়াই পুরপরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তত ১৯টি পরিবারের বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে। ফলে ওই পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হরকুমার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খোলা সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পশ্চিম গণকীর উত্তরপাড়া এলাকাতেও নদীর জল একাধিক বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পাশাপাশি এলাকার কৃষিজমির ফসলও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় নদীতীরবর্তী এলাকার বহু বাসিন্দা স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রশাসনের তৈরি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। বুধবার রাত থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে নদী সংলগ্ন ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।বৃহস্পতিবারও খোয়াই নদীর জলস্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। প্রতি ঘণ্টায় নদীর জল বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি যে কোনও সময় আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।জেলা প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ২৪ ঘণ্টা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীতীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার পাশাপাশি অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জনগণনা: মোহনপুরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: আসন্ন জনগণনা-২০২৭-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ থেকে মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের তিন দিনব্যাপী তৃতীয় ব্যাচের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জনগণনার কার্যপদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের নির্ধারিত নিয়মাবলি, ডিজিটাল অ্যাপের ব্যবহার, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জনগণনা কার্যক্রমকে আরও দক্ষ, নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সেন্সাস দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস, মোহনপুর ব্লকের বিডিও গোপালকৃষ্ণ দত্ত সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। বক্তারা প্রশিক্ষণার্থীদের জনগণনার মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে মোহনপুর ব্লক এলাকার ৩৭ জন গণনাকারী এবং ৬ জন সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন।

বাল্যবিবাহ রোধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, যুবরাজনগরে সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জুলাই: বাল্যবিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরার যুবরাজনগর ব্লকের গঙ্গানগর কমিউনিটি হলে বৃহস্পতিবার এক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুবরাজনগর ব্লক পরিচালিত ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন ও সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, উত্তর ত্রিপুরার উদ্যোগে, স্বর্ণময়ী সিএলএফ-এর ব্যবস্থাপনায় এবং চাইল্ডলাইন ও ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট -এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পিসিপিএনডিটি আইন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে করণীয়নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'বাল্যবিবাহ শুধু একটি আইনি অপরাধ নয়, এটি একটি সামাজিক অভিশাপ, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।' তিনি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসন বা পুলিশের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায় সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, কোনো পরিবারে বাল্যবিবাহের উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হলো তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানানো। এদিন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা ডায়রিয়া প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার, স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের ওপর বিস্তারিত পরামর্শ দেন। পাশাপাশি পিসিপিএনডিটি আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্জলা দাস, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, চাইল্ডলাইনের কর্মকর্তারা এবং যুবরাজনগর ব্লকের ব্লক মিশন কোঅর্ডিনেটর পঙ্কজ রায়। সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এবং চাইল্ডলাইনের প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে "শূন্য সহনশীলতা" নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয় এবং সামাজিক উন্নয়নে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। শিবিরে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং বিভিন্ন স্তরের সচেতন নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল বাল্যবিবাহমুক্ত, বৈষম্যহীন ও সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষের সক্রিয় ভূমিকা ও সচেতনতাই সবচেয়ে বড় শক্তি।

রাস্তার বেহাল দশা, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

শান্তিরবাজার, ৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার ৩৬ নং শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যের টিলা এলাকার প্রধান সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় কাদা জমে চলাচল অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু বছর ধরে রাস্তার স্থায়ী সংস্কার করা হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে উন্নয়নের নামে সামান্য মেরামতির কাজ হলেও তা নিম্নমানের হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তার কাজে বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয়নি। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, বগাফা ব্লক প্রশাসন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।বাসিন্দাদের দাবি, এই রাস্তা দিয়েই শান্তিরবাজার রেলস্টেশন, শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল, কাঞ্চননগর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যাতায়াত করতে হয়। বিকল্প কোনও রাস্তা না থাকায় প্রতিদিন বাজার, স্কুল, হাসপাতাল ও কর্মস্থলে যেতে চরম সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত রাস্তার স্থায়ী সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি যাতায়াতের সমস্যা সমাধানে স্থানীয় টিপ্রা মথা দলের এমডিসি কেনারাম রিয়াংয়ের হস্তক্ষেপও কামনা করেছেন তাঁরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডি.ডব্লিউ.এস. পাম্প অপারেটরদের দাবি নিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের ডিরেক্টরের কাছে ডেপুটেশন

আগরতলা, ৯ জুলাই: ত্রিপুরার অনিয়মিত ডি.ডব্লিউ.এস. (ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন) পাম্প অপারেটরদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা ও ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত দপ্তরের ডিরেক্টরের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল মজদুর মনিটরিং সেল অনুমোদিত ত্রিপুরা অনিয়মিত ডি.ডব্লিউ.এস. পাম্প অপারেটর সংঘ।

ডেপুটেশনে অনিয়মিত পাম্প অপারেটরদের কর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, পরিষেবার শর্ত, ন্যায্য অধিকার এবং দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একাধিক দাবি বিস্তারিতভাবে পঞ্চায়েত দপ্তরের ডিরেক্টরের সামনে তুলে ধরা হয়।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি বিপ্লব কর, ত্রিপুরা অনিয়মিত ডি.ডব্লিউ.এস. পাম্প অপারেটর সংঘের সভাপতি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দে এবং রাজ্য কমিটির সদস্য সুমন দে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘ আলোচনার পর পঞ্চায়েত দপ্তরের ডিরেক্টর উত্থাপিত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। ডেপুটেশনের পর মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি বিপ্লব কর বলেন, ত্রিপুরার সকল অনিয়মিত ডি.ডব্লিউ.এস. পাম্প অপারেটরদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় মজদুর মনিটরিং সেল অতীতের মতো ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকবে এবং দাবি আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। সংগঠনের আশা, প্রশাসনের ইতিবাচক উদ্যোগের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান হবে এবং অনিয়মিত পাম্প অপারেটরদের ন্যায্য দাবিগুলি বাস্তবায়িত হবে।

বক্সনগর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে পোলট্রি মোরগ ছানা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ জুলাই : গ্রামীণ সাধারন মানুষের জীবন জীবিকা এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী করে, গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ বিকাশ যোজনা স্কিম চালু করেছে। উক্ত স্কিমের এর মাধ্যমে হাঁস-মুরগি গরু ছাগল পোল্ট্রি শুকর , খাওয়া খাদ্য ঘাস পোল্ট্রির বাচ্চা বিনামূল্যে বেনি ফিসারি দের হাতে তুলে দেওয়া।

অল্প সময়ে পশু লালন পালন পোষণ করে, তিন থেকে এক বছরের মধ্যে ভালো আয় রোজগার করার বৃত্তি স্থাপন করে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, তার পাশাপাশি সঠিক সময়ে সঠিক পরিষেবা, বক্সনগর ভেটেনারি হাসপাতালের ডাক্তার এ আর ডি কর্মীরা অত্যন্ত পরিশ্রম নিরলস চেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে বিকাশ তার জন্য এগিয়ে আসে। বক্সনগর আর ডি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রাণীর সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ বিকাশ যোজনার অন্তর্ভুক্ত, গ্রামের সাধারণ অসহায় দারিদ্র্যের হাতে দশটি করে পোল্ট্রির বাচ্চা ২ কেজি করে খাবার ওষুধ পত্র তুলে দেন ডক্টর গন, আজ বেলা১২ ঘটিকায়, ঠিক একই সময়ে চার-পাঁচটা পঞ্চায়েতে দুইশত পোল্ট্রি ছানা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০ জন করে বেনি ফিশারি কে আওতায় আনা হয়েছে পোল্ট্রি বাচ্চা দেওয়ার জন্য। প্রতি একজন বেনিফিশিয়ারিকে দশটি করে বাচ্চা প্রদান করা হয়েছে।, বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, কলসি মুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, মানিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত,, ৮০ জন বেনি ফিসারি প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে বিনামূল্যে পোল্ট্রি পেয়ে খুবই খুশি। আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এআরডিডি কর্মী বিজয় সরকার, হরেকৃষ্ণ নম,ঃ চম্পা সরকার, এবং অন্যান্য কর্মকর্তা, তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান মেম্বারগন।

অস্থায়ী লাইনম্যানদের কর্মবিরতিতে সাব্রুমে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কা

সাব্রুম, ৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমায় অস্থায়ী লাইনম্যানদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির জেরে তীব্র বিদ্যুৎ সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাব্রুম সাব-ডিভিশনের অধীনস্থ সমস্ত অস্থায়ী লাইনম্যান কাজ বন্ধ রাখায় বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অস্থায়ী লাইনম্যানদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখলেও তাঁদের জন্য কোনো ন্যূনতম জীবন বিমার ব্যবস্থা করা হয়নি। অতীতে একাধিক কর্মী লাইনের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হলেও বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁদের।

কর্মীদের দাবি, উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি, জীবন বিমা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করবেন না।

এদিকে বর্ষাকালে এই কর্মবিরতির ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সাব্রুম সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার অসীম দাস জানান, অস্থায়ী লাইনম্যানরা কাজ বন্ধ রাখায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। বর্ষার সময় বিদ্যুৎ লাইনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কর্মীরা কাজে না ফিরলে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে সাব্রুম মহকুমায় নজিরবিহীন বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

অবৈধ মাটি কাটা ও মানবসৃষ্ট ভূমিধস রোধে বন দপ্তরের সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ জুলাই: মানবসৃষ্ট ভূমিধস প্রতিরোধ এবং অবৈধভাবে মাটি কাটা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে বৃহস্পতিবার বিলোনিয়ার রাজনগর বন্যপ্রাণী রেঞ্জের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়। তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অন্তর্গত বন দপ্তরের ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, জেসিবি মালিক, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল অবৈধভাবে মাটি কাটার ফলে সৃষ্ট ভূমিধস, মাটির ক্ষয়, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা এবং বন ও জীববৈচিত্র্যের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআর বাড়ি থানার দ্বিতীয় আধিকারিক প্রসেনজিৎ গোপ। তিনি অবৈধভাবে মাটি কাটার আইনি দিকগুলি তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পাশাপাশি এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের ইনচার্জ সুভাষ দাস ভূমিধস-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসচেতনতা, আগাম সতর্কতা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। রাজস্ব বিভাগের আধিকারিক সুব্রত দত্ত ও দুলাল সরকার অবৈধভাবে মাটি কাটার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। রাজনগর বন্যপ্রাণী রেঞ্জের সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুকান্ত সরকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, অবৈধভাবে মাটি কাটার ফলে শুধু ভূমিধসের ঝুঁকিই বাড়ে না, বনভূমি, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য এবং সামগ্রিক পরিবেশের ওপরও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তিনি সকল জেসিবি মালিক, ঠিকাদার এবং সাধারণ মানুষের প্রতি আইন মেনে চলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কোথাও অবৈধভাবে মাটি কাটার ঘটনা নজরে এলে দ্রুত বন দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন।

ভাতা বন্ধ, নেই রেগার কাজ, বনের ফলমূলেই দিন কাটছে বৃদ্ধার

আগরতলা, ৯ জুলাই: ভাতা বন্ধ, রেগার কাজ নেই। বাধ্য হয়ে বনের ফলমূল সংগ্রহ করেই দিন কাটছে ঋষ্যমুখ বিধানসভা এলাকার মানিরামপুর এডিসি ভিলেজের এক উপজাতি বৃদ্ধার। পূর্ণ লক্ষী ত্রিপুরা নামে ওই বৃদ্ধার দুর্দশার চিত্র সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, পূর্ণ লক্ষী ত্রিপুরার বয়স আশির বেশি। বহু বছর আগে ছেলেকে হারিয়েছেন তিনি। বর্তমানে বিকলাঙ্গ নাতিকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। পরিবারের দাবি, এতদিন বৃদ্ধা ভাতার উপরই নির্ভর করতেন তিনি। কিন্তু গত প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা জমা পড়ছে না। নিয়মিত ব্যাংকে গিয়েও খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাঁকে।

পরিবারের আরও অভিযোগ, তাঁর নামে রেগার জব কার্ড থাকলেও দীর্ঘদিন কাজ মিলছে না। আবার কাজ পেলেও সময়মতো মজুরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে না। ফলে খাদ্যের অভাবে বনের আলু, শাকপাতা ও বিভিন্ন ফলমূল সংগ্রহ করেই কোনোরকমে দিন কাটাতে হচ্ছে বৃদ্ধা ও তাঁর বিকলাঙ্গ নাতিকে।

স্থানীয়দের দাবি, শুধু পূর্ণ লক্ষী ত্রিপুরা নন, মানিরামপুর এডিসি ভিলেজের আরও বহু পরিবার একই সমস্যার মুখোমুখি। বহু উপভোক্তার ভাতা অনিয়মিতভাবে মিলছে এবং রেগা প্রকল্পে কাজ ও মজুরি নিয়েও অভিযোগ রয়েছে।

এলাকাবাসীরা দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে নিয়মিত ভাতা প্রদান, রেগা প্রকল্পে কাজের সুযোগ এবং বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন।

ফের দিবালোকে চেইন ছিনতাই, আতঙ্ক

আগরতলা, ৯ জুলাই: রাজ্যে নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। আমতলী থানাধীন ব্যাংক চৌমুহনী থেকে পঞ্চমুখ যাওয়ার সড়কে প্রকাশ্য দিবালোকে এক মহিলার গলার সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, মোটরসাইকেলে চেপে আসা দুই ছিনতাইকারী মুহূর্তের মধ্যে মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আকস্মিক এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন ওই মহিলা এবং আশপাশের লোকজন। আকস্মিক এই হামলায় তিনি চিৎকার শুরু করলেও ততক্ষণে অভিযুক্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই ফুটেজে সন্দেহভাজন দুই যুবকের ছবি ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ওই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিকভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়লেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না।

প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে হানা দিল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জুলাই: রাজ্যজুড়ে অপরাধের গ্রাফ যেভাবে ঊর্ধমুখী, তাতে সাধারণ মানুষের রাতের ঘুম কেড়েছে চোর ও ছিনতাইবাজদের উপদ্রব। বিশেষ করে রাজধানী আগরতলা থেকে উত্তরের প্রবেশদ্বার ধর্মনগরবর্তমানে কার্যত দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। যখন যেখানে খুশি হানাদারী চালাচ্ছে অপরাধীরা। আর পুলিশের ভূমিকা সেখানে কার্যত নীরব দর্শকের। এই চরম নৈরাজ্যের মধ্যেই এবার এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল ধর্মনগরে। যা প্রশাসনিক অযোগ্যতার কফিনে শেষ পেরেক হিসেবে দেখছেন সচেতন নাগরিকরা।

খোদ ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে হানা দিচ্ছে চোরের দল। অভিযোগ, দপ্তরের এসি মেশিন ও কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তার কেটে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এমন একটি উচ্চপদস্থ সরকারি দপ্তরে দিনের আলোয় বা রাতের অন্ধকারে চুরির ঘটনা আইন-শৃঙ্খলার বেহাল দশাকেই প্রকট করে তুলেছে। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, এই চুরির ঘটনায় খোদ মহকুমা শাসকই নিজের অসহায়ত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, অফিসে মাত্র একজন নিরাপত্তা কর্মী থাকায় এই বিশাল দপ্তরের সুরক্ষা বজায় রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একজন প্রশাসনিক কর্তার মুখে এমন কথা শোনা, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার ভেঙে পড়া অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। ধর্মনগরে চুরির ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক। দিনের পর দিন চুরি-ছিনতাই বেড়ে চললেও, পুলিশের সাফল্য বলতে প্রায় শূন্য।

অপরাধের ৯০ থেকে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই চোর বা ছিনতাইবাজদের কোনো হদিশ মেলাতে পারছে না পুলিশ। রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত ধর্মনগর পুলিশের এই চরম অযোগ্যতায় হতাশ শহরবাসী। স্থানীয়দের প্রশ্ন, খোদ মহকুমা শাসকের অফিস যদি সুরক্ষিত না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায়? পুলিশের এমন ব্যর্থতার নেপথ্যে কার দায়? ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার এবং ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মার ভূমিকা নিয়ে এখন জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের নজরদারিতে শহর কি আদৌ নিরাপদ? এই দুই পুলিশ কর্মকর্তার 'যুগলবন্দি'র কার্যকারিতা নিয়ে শহরজুড়ে প্রশ্ন উঠছে। মামলা দায়ের করে দায়সারা তদন্তে আর কতদিন পার করবেন পুলিশ কর্তারা? দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে শহরবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনের ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করছেন সাধারণ মানুষ। ধর্মনগরের মানুষ এখন শুধু আশ্বাসে নয়, বরং অপরাধীদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে পুলিশি সক্রিয়তার বাস্তব প্রমাণ দেখতে চায়।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ জুলাই: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সাব্রুম বন বিভাগের সহযোগিতায় আজ 'এক পেদ মা কে নাম' দেশব্যাপী পরিবেশ সুরক্ষা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কলেজ ক্যাম্পাসে এক বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অয়োজন করা হয়। সবুজায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা হ্রাস করা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য। পরিবেশে সুরক্ষায় প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং গাছপালার যত্ন নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার গুরুত্ব আজকের আলোচনায় প্রতিফলিত হয় বারবার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন এনএসএস প্রোগ্রাম আফিসার ড. অরূপ পাটারী ও শিক্ষক সংসদের সম্পাদক ড. তপন শীল। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলে মিলে পরিবেশ রক্ষায় শপথ বাক্য পাঠ ও চারাগাছ রোপণ করেন। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে এনএসএস সেচ্ছাসেবকদের চারাগাছ সুরক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার আবেদন করেন উপস্থিত অতিথিরা।

বিশালগড় জেলকাণ্ড

● আটের পাতার পর

কমিশনের কাছে মৃতের পরিবারের হাতে অবিলম্বে ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া, ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্বের কারণ খতিয়ে দেখা এবং কোনো বৈধ সরকারি নির্দেশ ছাড়াই প্যারোলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে বিশালগড় সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। তবে উল্লেখ্য, প্যারোল সংক্রান্ত অনিয়ম, আবেদনপত্র না দেওয়া এবং আত্মহত্যার কারণ নিয়ে বিধায়কের চিঠিতে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে, সেগুলি এখনও পর্যন্ত মানবাধিকার কমিশন বা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই বা প্রমাণিত হয়নি। বিষয়টি বর্তমানে মানবাধিকার কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট, চরম দুর্ভোগে রোগী ও পরিজনরা

কৈলাসহর, ৯ জুলাই: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের পানীয় জল ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কারণে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অভিযোগ, গোটা হাসপাতাল চত্বরে পানীয় জলের জন্য মাত্র একটি জল পরিশোধক (ওয়াটার পিউরিফায়ার) রয়েছে। কিন্তু সেটিও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

রোগী ও পরিজনদের দাবি, ওই জল পরিশোধক থেকে আয়রনযুক্ত ও ঘোলা জল বের হচ্ছে। সেই জল পান করতে অনীহা প্রকাশ করছেন অনেকেই। বাধ্য হয়ে হাসপাতালের বাইরে থেকে বোতলজাত পানীয় জল কিনে আনতে হচ্ছে, যা দরিদ্র ও নিম্নআয়ের পরিবারের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনো সমাধান করা হয়নি। জেলা সদর হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের এমন সংকট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। দ্রুত জল পরিশোধক মেরামত অথবা বিকল্প বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

স্কুল থেকে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায়

● আটের পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত মারুতি গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত গাড়িটি আটক করা সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং গাড়িটির পরিচয় জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াণ দিবস

● আটের পাতার পর

থেকে পাঁচশো মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কমিউনিটি হলে গিয়ে শেষ হয়। প্রভাত ফেরির মাধ্যমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ, দেশপ্রেম এবং জাতীয় ঐক্যের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রভাত ফেরি শেষে কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-র জীবন, আদর্শ এবং দেশসেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি উপস্থিত সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে ৫০০ টাকা করে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামপ্রসাদ পাল বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন একজন আদর্শবান, সাহসী ও দেশপ্রেমিক নেতা। তিনি দাবি করেন, তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে। এছাড়াও তিনি বলেন, 'এক দেশ, এক নিশান'—এর যে ভাবনা ডঃ মুখার্জি তুলে ধরেছিলেন, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে দেশ সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৩ জুন থেকে শুরু হওয়া এই প্রভাত ফেরি কর্মসূচি আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত সূর্যমণি নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

৭২ ঘণ্টার টানা বর্ষণে জলমগ্ন

● আটের পাতার পর

ধরনের মৌসুমি সবজির চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগেও যে জমিগুলো সবুজে ভরে ছিল, সেখানে এখন শুধু থইথই পানি। ফলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। অনেক কৃষক জানান, চাষের জন্য ঋণ নিয়ে বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ কিনেছিলেন। কিন্তু বন্যায় সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন সেই ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম এলেই একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অথচ স্থায়ী জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কিংবা বন্যা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বছরের পর বছর একইভাবে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরাই রয়ে গেছে বলে দাবি তাঁদের।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একটাই দাবিঅবিলম্বে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন করে সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রদান, কৃষিঋণে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা এবং পুনরায় চাষ শুরু করার জন্য বীজ, সার ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক। অন্যথায় বহু কৃষক বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রকৃতির এই তাণ্ডব শুধু কৃষিজমির ফসলই ধ্বংস করেনি, অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে বহু কৃষক পরিবারের ভবিষ্যৎকেও। এখন নজর প্রশাসনের দিকেক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরির মধ্যেই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বাস্তবিক অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আইজিজিএল প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রীবাহী

● আটের পাতার পর

আইজিজিএল-এর নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ব্লক নিয়ে যাচ্ছিলেন। চম্পকনগর এলাকায় পৌঁছে জানতে পারেন, সামনের একটি সেতুর ধারণক্ষমতা মাত্র ১৪ টন। ট্রাকটির ওজন বেশি হওয়ায় ওই সেতু দিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তারা বিকল্প পথ হিসেবে খয়েরপুর হয়ে মলয়নগর বাইপাস দিয়ে টাকারজলার দিকে রওনা দেন।

অভিযোগ, রাত প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ মলয়নগর এলাকায় পুলিশ ট্রাকটি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। তবে কোনও অবৈধ বা সন্দেহজনক সামগ্রী না পাওয়ায় ট্রাকটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর ট্রাকটি সোনালী সংঘ ক্লাবের সামনে পৌঁছালে শ্রীনগর থানার এএসআই সীমা দাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভুক্তভোগীদের দাবি, ওই পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতেই ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জোরপূর্বক ট্রাকটিকে ক্লাব চত্বরে নিয়ে যান। চালকের অভিযোগ, গাড়িতে যদি কোনও বেআইনি জিনিস থাকার সন্দেহ থাকত, তাহলে পুলিশ নিয়ম মেনে থানায় নিয়ে গিয়ে তল্লাশি করতে পারত। কিন্তু তা না করে ট্রাকটিকে ক্লাবের ভেতরে আটকে রাখা হয়।

চালকের আরও অভিযোগ, ক্লাব চত্বরে নিয়ে যাওয়ার পর এএসআই সীমা দাসের সামনেই তাঁদের ওপর চড়াও হয় কয়েকজন। চালক ও তাঁর সহকারীদের মারধর করা হয় এবং রাতভর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। চড়-থাপ্পড়ের পাশাপাশি তাঁদের ভয়ভীতি দেখানো হয় বলেও অভিযোগ।

এতেই শেষ নয়। অভিযোগ অনুযায়ী, পরদিন সকালে ক্লাবের লোকজন ট্রাকে থাকা নির্মাণ সামগ্রী জোর করে নামিয়ে ফেলেন। তড়িঘড়ি করে ব্লক আনলোড করার সময় বিপুল পরিমাণ ব্লক ভেঙে যায়, যার ফলে নির্মাণ সামগ্রীর মালিকের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত নির্মাণ সামগ্রীর মালিকের বক্তব্য, এই ঘটনার ফলে তিনি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। একইসঙ্গে চালক ও সহকারীদের ওপর যে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে, তারও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

অপরাজিত চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় জম্পুইজলা, আজ মুখোমুখি ভারতরত্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট। আগামীকাল, শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সুপার লিগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং ভারতরত্ন সংঘ। গ্রুপ লিগ পর্যায়ে দুর্দান্ত খেলে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট (পাঁচটিতে জয় ও একটিতে ড্র) নিয়ে অপরাজিত থেকে সুপার লিগে উন্নীত হয়েছিল জম্পুইজলা। তাদের সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে সুপার লিগেও। এখন পর্যন্ত খেলা দুটি ম্যাচেই তারা জয়লাভ করেছে। প্রথম ম্যাচে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলে হারানোর পর, দ্বিতীয় ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় জম্পুইজলা। আগামীকাল নিজেদের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে মাঠে নামছে তারা। এই ম্যাচে জয় বা ড্র করলেই অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার।অন্যদিকে, ভারতরত্ন সংঘের জন্য এবারের সুপার লিগের সফরটা একেবারেই সুখকর হয়নি। গ্রুপ-এ থেকে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট (পাঁচটি জয় ও একটি ড্র) পেয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সুপার লিগে প্রবেশ করলেও, এখানে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছে তারা। সুপার লিগের প্রথম দুটি ম্যাচেই পরাজয়ের স্বাদ পেতে হয়েছে ভারতরত্নকে। প্রথম ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাবের কাছে ২-৮ গোলের বিশাল ব্যবধানে বিপর্যস্ত হওয়ার পর, দ্বিতীয় ম্যাচেও শিমনা তামাকারি ফুটবল ক্লাবের কাছে ১-২ গোলে হেরে যায় তারা। এখন পর্যন্ত সুপার লিগে কোনও জয়ের মুখ না দেখা ভারতরত্ন সংঘের লক্ষ্য থাকবে আগামীকালের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী জম্পুইজলাকে আটকে নিজেদের সম্মান রক্ষা করা। তবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার যেভাবে ছন্দে রয়েছে, তাতে আগামীকাল উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে একটি উপভোগ্য এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীরা।

প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লীগ ট্রফি উন্মোচন আজ, টুর্নামেন্ট কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।।সাংবাদিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হতে যাচ্ছে 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ-২০২৬'। এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে স্পোর্টস সাব-কমিটির উদ্যোগে অত্যন্ত সফলভাবে খেলোয়াড় নিলাম (প্লেয়ার অকশন) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে চারটি শক্তিশালী দল এপিসি ফাইটার, এপিসি টাইগার, এপিসি ওয়ারিয়র এবং এপিসি লায়ন। স্ব-স্ব দলের অধিনায়কদের উপস্থিতিতে এই নিলামের মাধ্যমে প্রতিটি দলই অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে তাদের চূড়ান্ত স্কোয়াড গঠন করেছে। খেলোয়াড় নিলাম শেষ হতেই এখন প্রতিটি শিবিরে চলছে শেষ মুহূর্তের রণকৌশল সাজানোর কাজ। এই ফুটবল মহোৎসবের বিস্তারিত তথ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরতে এবং ট্রফির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করতে আগামীকাল (শুক্রবার) বেলা ১:৩০ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় তলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান করা হয়েছে। এর ঠিক পরদিনই, অর্থাৎ ১১ জুন (শনিবার) সকাল ৯টা থেকে আগরতলার ক্ষুদিরাম স্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের জমকালো আসর বসবে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায়, স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, সম্পাদক রমাকান্ত দে এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী সহ একাধিক বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এই ক্রীড়া উৎসবকে সফল করে তুলতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

১৮ জুলাই থেকে কৃষ্ণনগরে শুরু হচ্ছে দুদিন ব্যাপী খুদেদের দাবা প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। আগামী ১৮ জুলাই থেকে কৃষ্ণনগরে শুরু হতে চলেছে এক আকর্ষক দুদিন ব্যাপী ছোটদের দাবা প্রতিযোগিতা। "কিডস ফান জোন" দাবা আসরটি অনুষ্ঠিত হবে কৃষ্ণনগর ম্যাগনেট ক্লাব সংলগ্ন ফান জোন সেন্টারের নিজস্ব অফিস বাড়িতে। মূলতঃ খুদে দাবাড়ুদের খেলার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতেই এই বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনূর্ধ-৭, ৯, ১১ এবং ১৩এই চারটি বিভাগে খেলোয়াড়রা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। সম্পূর্ণ টুর্নামেন্টটি মোট ৬টি রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে এবং খেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন অভিজ্ঞ সিনিয়র ন্যাশনাল আরবিটর সুবীর দেব। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অর্চনা জৈন জানান, 'খুদে দাবাড়ুদের উৎসাহিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা পরিকল্পনা করেছি যে প্রতি বছরই এই ধরনের দাবা আসরের আয়োজন করা হবে।' এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য এন্টি ফি ধার্য করা হয়েছে মাত্র ৯৯ টাকা। প্রতি বিভাগের বালক এবং বালিকাদের মধ্যে থেকে প্রথম ৫টি স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে আকর্ষণীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। তবে প্রতিযোগিতায় আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায়, ইচ্ছুক প্রতিভাদের দ্রুত নাম জমা দিয়ে নিজেদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে বেহাল মাঠ, ত্রিপুরায় রাজ্য স্তরের ক্রিকেট ম্যাচ স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। লাগাতার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ভারী বৃষ্টির জেরে মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় বড় সিদ্ধান্ত নিল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আপদকালীন ভিত্তিতে সব ধরনের আসন্ন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। স্থগিত হওয়া প্রতিযোগিতার তালিকায় রয়েছে সিনিয়র উইমেন্স ইনভাইটেশনাল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট, সিনিয়র মেনস স্টেট মিট (এলিট ও প্লেট) এবং অনূর্ধ-১৫ রাজ্য স্তরের টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬। টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।এদিকে, আবহাওয়ার চরম অবনতির কারণে বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পূর্বনির্ধারিত কোনো ম্যাচই আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ক্রিকেট প্রেমী ও খেলোয়াড়দের আশ্বস্ত করে অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আজ যে সমস্ত ম্যাচ বাতিল করতে হয়েছে, সেগুলি পরবর্তীতে নতুন করে আবার খেলানো হবে। স্থগিত হয়ে যাওয়া সমস্ত টুর্নামেন্ট এবং বাতিল ম্যাচের সংশোধিত ও নতুন সময়সূচি খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে টিসিএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বার্ষিকী অফার

● আটের পাতার পর

পতি-র শুভহস্তে 'ভগবান শ্রীজগন্নাথের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত' বিশেষ স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছিল। তাঁর আশীর্বাদে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের সারাজীবনের প্রেরণা হয়ে থাকবে। তাই এ বছরও আমরা সেই পবিত্র অনুভূতিকেই নতুন করে স্মরণ করছি।" শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "রথযাত্রা আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আজ থেকে ছেষট্টি বছর আগে এই শুভ দিনেই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর পথচলা শুরু হয়েছিল। ভগবান শ্রীজগন্নাথের আশীর্বাদেই আমরা আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছি। তাই প্রতি বছর এই শুভ দিনটিকে আমরা কৃতজ্ঞতা ও উৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপন করি।" রূপক সাহা আরও বলেন, "আমাদের প্রিয় গ্রাহকদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসই আমাদের এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতের পথ চলার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই 'শুভ রথযাত্রা' অফার আসলে আমাদের সকল গ্রাহক-বন্ধুদের প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি আন্তরিক প্রয়াস।" ১৩ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত এই বিশেষ 'শুভ রথযাত্রা' অফার চলবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সমস্ত শোরুমে ত্রিপুরা : আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুর কলকাতা : বেহালা, বারাসত ও গড়িয়াহাট সকলকে আন্তরিক আমন্ত্রণ। আসুন, ভগবান শ্রীজগন্নাথের নাম স্মরণ করে উৎসবের আনন্দে সামিল হই। জয় জগন্নাথ !

আটটার মধ্যে ছয়টিই ইউরোপের, এটাই কি এখন পর্যন্ত শেষ আটে ইউরোপের সেরা সাফল্য

একটা সময় বিশ্বকাপের একটা অলিখিত রীতিই যেন হয়ে গিয়েছিল, ইউরোপের দলগুলো ইউরোপের বাইরে গিয়ে বিশ্বকাপ জিততে পারে না। যে ভুল আগেই ভেঙে দিয়েছে স্পেন-জার্মানি। এবার আবারও ইউরোপের বাইরে বিশ্বকাপে, শেষ আটে ছয়টি দলই এবার ইউরোপের। ইতিহাস বলছে, ইউরোপের বাইরে শেষ আটে ১৯৯৪ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের পর এটাই সেরা সাফল্য।শেষ ষোলোর লড়াইয়ে প্রথম দিনেই প্যারাগুয়েকে হারিয়ে পরের পর্বে গেছে ফ্রান্স। পরদিন ব্রাজিলকে হারিয়ে নরওয়ে ও আজতেকায় মেক্সিকোকে হারিয়ে ইংল্যান্ডও উঠে গেছে শেষ আটে। শেষ ষোলোর এর পরের লড়াইয়ে পর্তুগাল ও স্পেনের 'অল ইউরোপিয়ান' ম্যাচে জিতেছে স্পেন আর বেলজিয়াম হারিয়েছে বিশ্বকাপের আরেক স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রকে। আর শেষ দিন কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে জিতেছে সুইজারল্যান্ড।ফ্রান্স, নরওয়ে, ইংল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডইউরোপের এই ছয়টি দল উঠেছে শেষ আটে।

১৯৯৪ বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে খেলেছিল ১৩টি দল। এর মধ্যে সাতটিই উঠেছিল শেষ আটে। যে একটি মাত্র দল ইউরোপের বাইরে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল, শেষ পর্যন্ত সেই ব্রাজিলই সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শেষ আট পর্যন্ত এটাই ইউরোপের দলগুলোর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ ফল।

বিপাকে আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের রেফারি ! মেসিদের 'সুবিধা' দেওয়ার অভিযোগে ছাঁটাই হতে পারেন বিশ্বকাপ থেকে

শাস্তি পেতে পারেন ফ্রাঁসোয়া লেতেসিয়ার। আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের এই রেফারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে ফিফা। ফ্রাঁসোয়ার বিরুদ্ধে ফিফার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মিশর ফুটবল সংস্থা। চলছে তদন্ত। দোষী প্রমাণিত হলে এই বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হতে পারেন তিনি। 'লা ইকুইপ' জানিয়েছে, আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচে ফ্রাঁসোয়ার পারফরম্যান্স খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত করে সিদ্ধান্ত জানাবে ফিফা। তবে এই বিষয়ে কোনও দেশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বা প্রভাব খাটাতে পারবে না। ফিফার রেফারির কমিটির নিয়ম অনুযায়ী, রেফারিদের নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনও দেশ ভেটো প্রয়োগ করতে পারে না। অর্থাৎ, পুরো সিদ্ধান্তই ফিফার। যদি প্রমাণিত হয় যে, লিয়োনেল মেসিদের ইচ্ছা করে ফ্রাঁসোয়া সুবিধা দিয়েছেন তা হলে এ বারের বিশ্বকাপ থেকে তাঁকে ছাঁটাই করা হতে পারে।আগে স্পেনের সংবাদমাধ্যম 'দিয়ারো এএস' জানিয়েছিল, মিশর ফুটবল সংস্থার সভাপতি হানি আবো রিদা ফিফার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আর্জেন্টিনা ম্যাচের দায়িত্বে থাকা ফরাসি রেফারি ফ্রাঁসোয়া ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে মিশর।অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, মিশরের বিরুদ্ধে যে যে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা তদন্ত করে দেখুক ফিফা। তাদের মনে হয়েছে, ইচ্ছা করে আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছেন রেফারি। তাই তাঁদের এই বিশ্বকাপের আর কোনও ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব যেন না দেওয়া হয়। ফ্রাঁসোয়া ও তাঁর দলকে বিশ্বকাপ থেকে বার করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে মিশর।

খেলা শেষে মিশরের কোচ হোসাম হাসানও আঙুল তুলেছেন রেফারির দিকে। সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোনও রাখঢাক করেননি হাসান। বলেছেন, "কে কী মনে করল তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি সত্যি কথাটাই বলতে এসেছি। ভাল ভাল কথা বলতে এখানে আসিনি। আমাদের সঙ্গে অন্যায় ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। গভীর অবিচারের শিকার হয়েছি আমরা।"

আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলটি করেন এঞ্জো ফের্নান্দেজ। তবে মিশরের মতে, তার আগে তাদের পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। বক্সের মধ্যে হামদি ফাতিকে ফাউল করেছিলেন ম্যাক অ্যালিস্টার। হাসান বলেন, "ফেয়ার প্লে-কে কোনও রকম সম্মান দেখানোই হল না। পেনাল্টি বাতিল করে দেওয়া হল। ভার-ও পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করল না। দ্বিতীয় গোল অদ্ভুত ভাবে বাতিল করা হয়েছে। সেখানেও ভার পরীক্ষা করা হয়নি। অথচ আমরা সবাই দেখেছিলাম কী ভাবে পিছন থেকে জার্সি ধরে টানা হয়েছে।"তিনি আরও বলেন, "রেফারি ভাল ছিলেন না। অবিচার করেছেন আমাদের সঙ্গে। শুরু থেকে আমাদের বিরুদ্ধে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। উনি চাননি আমরা জিতি। এই ম্যাচ চুরি করা হয়েছে। আমাদের দোষ ছিল না।" মেসিকে বিশ্বকাপে টিকিয়ে রাখতে বা বিশ্বকাপ জেতাতেই ফিফা এই কাজ করছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসান। তাঁর কথায়, "ওরা বোধহয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে চায়। হয়তো চায় মেসি আরও কিছু ক্ষণ খেলুক। ফুটবলে কিছু বাইরের শক্তিও রয়েছে, যাদের সামনে কৌশলগত বুদ্ধি কাজে লাগে না। আর্জেন্টিনা সমস্ত বিভাগে ফিফার সাহায্য পাচ্ছে।" এ বার শুধু মুখে অভিযোগ করা নয়, লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মিশর। তার পরেই শুরু হয়েছে তদন্ত।

বিশ্বকাপে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে রিফারিদের নিয়ে। কয়েকটি ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স-মরক্কো ম্যাচের পাঁচ রেফারিই আর্জেন্টিনার। এতে কি সমস্যা হতে পারে ফ্রান্সের? জবাব দিলেন দলের কোচ দিদিয়ের দেশঁ।

গত কয়েক বছরে বিশ্বফুটবলে ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথ দেখা গিয়েছে। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হাতেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ২০২২ সালে আবার সেই ফ্রান্সকে হারিয়েই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন লিয়োনেল মেসিরা। ফলে ফ্রান্সের ম্যাচে আর্জেন্টিনার রেফারি থাকায় কি চাপ বাড়ছে কিলিয়ান এমবাপেদের উপর? সেটাই ছিল প্রশ্ন।

মরক্কো ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে দেশঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাঁচ আর্জেন্টিনার রেফারির কারণে কি কোনও সমস্যা হতে পারে? জবাবে দেশঁ বলেন, "আমাদের তো খেলতেই হবে। রেফারিদের উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের প্রতিপক্ষ তো মরক্কো। রেফারিরা নন।" ফরাসি কোচের কথা থেকে স্পষ্ট, তিনি মনে করেন, রেফারিরা নিজেদের কাজ করবেন। তাঁদের ভাল খেলতে হবে।

একই কথা শোনা গিয়েছে ফ্রান্সের দ্বিতীয় গোলরক্ষক রবিন রিসারের মুখেও। তিনি বলেন, "গত বারের ফাইনালের পর থেকে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার সম্পর্কে কিছুটা তিক্ততা এসেছে। কিন্তু এটা তো খেলার অঙ্গ। এই রেফারিদের উপর যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার মানে তাঁরা সেই দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য।" দেশঁ বা রিসার যা বলেছেন তার নেপথ্যে যুক্তি রয়েছে। আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের যে রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেসিয়ারকে নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে তিনি কিন্তু ফরাসি। সেই তাঁর বিরুদ্ধেই আর্জেন্টিনাকে সুবিধা করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফলে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার রেফারিরা যে একে অপরের দেশের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন, তার কোনও মানে নেই।এ বারের বিশ্বকাপে রেফারি এবং দুই লাইন্সম্যান একই দেশের, এমন ঘটনা অনেক বার দেখা গিয়েছে। তবে চতুর্থ এবং পঞ্চম রেফারি অন্য কোনও দেশের হয়েছেন। ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিরাও (ভার) অন্য দেশের হন। ৯৬টি ম্যাচের পর এই প্রথম এ বারের বিশ্বকাপে পাঁচ রেফারিই আর্জেন্টিনার। সেটাই বিতর্ক তৈরি করেছে।ফ্রান্স-মরক্কো ম্যাচের রেফারি থাকবেন ফাকুন্দো তেলো। দুই সহকারী হলেন জুয়ান পাবলো বেলাত্তি এবং গ্যাব্রিয়েল চেদ। চতুর্থ রেফারি এবং রিজার্ভ রেফারি থাকছেন যথাক্রমে দারিয়ো হেরেরা এবং ক্রিশ্চিয়ান নাভারো। তেলো দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সেরা রেফারি বলেই পরিচিত। কড়া হাতে ম্যাচ পরিচালনার জন্য প্রসিদ্ধ। ২০২২-এ কাতার বিশ্বকাপে পর্তুগাল-মরক্কো ম্যাচে মরক্কোর ওয়ালিদ চেদিরাকে লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সে বছরই আর্জেন্টিনার ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় বোকা জুনিয়র্স বনাম রেসিং ক্লাবের ম্যাচে ১০টি লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন তিনি। এই প্রথম বার ফ্রান্সের কোনও ম্যাচ পরিচালনা করবেন।

আর্জেন্টিনাকে হারানো অসম্ভব নয় বললেন সুইজারল্যান্ডের কোচ

মিসরের বিপক্ষে প্রায় হারতে বসা ম্যাচটা আর্জেন্টিনা জিতেছে শেষ মুহূর্তে। এই জয়ে তারা জায়গা করে নিয়েছে শেষ আটে। ১২ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে সুইজারল্যান্ডের।

গতকাল রাতে টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে হারিয়েছে সুইসরা। ওই ম্যাচের পরই শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনাকে নিয়ে প্রশ্ন গিয়েছিল সুইস কোচ মুরাত ইয়াকিনের কাছে। তাঁর কথায় প্রতিপক্ষের জন্য সমীহ থাকলেও আর্জেন্টিনাকে হারানো যে অসম্ভব কিছু নয়, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হওয়াটা দারুণ ব্যাপার। আমাদের জন্য এক অনন্য সুযোগ। তবে আর্জেন্টিনা অজেয় নয়। অবশ্যই আমরা তাদের হারানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আমরা লাতিন আমেরিকার দলগুলোর মানসিকতা ভালো করেই জানি।'

১৯৫৪ সালে নিজেদের মাটিতে বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল সুইজারল্যান্ড। ৭২ বছর পর আবার তারা শেষ আটে জায়গা পেল। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অপরাজিত তারা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ ৩২-এ জায়গা করে নেয় সুইজারল্যান্ড। নকআউটে আলজেরিয়ার পর কলম্বিয়াকে হারিয়ে তারা পৌঁছে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। তাদের এই পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলতে আসা রিকার্দো রদ্রিগেজ। তাঁর কণ্ঠে সমীহই ছিল আর্জেন্টিনার জন্য।

কলম্বিয়ার বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে আসা আর্জেন্টিনা অসাধারণ একটা দল। ওদের দলে দুর্দান্ত কিছু খেলোয়াড় আছে, একজন ভালো কোচও আছে। ওরা কীভাবে খেলে, তা আমাদের জানা। ওদের দলে আছে বিশ্বের সেরা লিওনেল মেসি।'রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি লিওনেল মেসি। ক্যামেরার চোখও তাঁর

কান্নাভেজা চোখের সেই দৃশ্যগুলোই ফ্রেমবন্দী করেছে। ফুটবলের মহাজাগতিক এক ক্যানভাসে সেই অশ্রুবিন্দু যেন হয়ে উঠেছিল এক জীবন্ত মহাকাব্য।

তারই একটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে মেসিকে নিয়ে মুগ্ধতার কথা বলেছেন ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল তারকা রিভালদো। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের এক কিংবদন্তির কাছ থেকে আসা এই স্তুতি শুধু ফুটবলীয় শ্রেষ্ঠত্বেরই জয়গান গায় না, মনে করিয়ে দেয় আবেগের কোনো সীমানা নেই।

আটলান্টায় গতকাল মিসরের বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও ম্যাচটা ৩-২ গোলে জেতে আর্জেন্টিনা। হার মেনে না নিয়ে আকাশি-সাদারা যখন রূপকথার মতো ঘুরে দাঁড়াল, তাতেই তারা পৌঁছে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। দারুণ এক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে এই ব্রাজিলিয়ানেরও মন জয় করেছে আর্জেন্টিনা, 'কী অসাধারণ দৃঢ়তা, জয়ের জন্য কী প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কী লড়াই এবং সবার কী নিবেদন! বিশ্বকাপে মাঠে দর্শকেরা ঠিক এমন ফুটবলই দেখতে চায়।'

সময় বদলেছে, বয়ে গেছে বহু বসন্ত। কিন্তু মেসির চেনা জাদুকরের পায়ের জাদু আর মাঠের লড়াইয়ের তীব্রতা একটুও কমেনি। রিভালদোর চোখেও ধরা পড়েছে ৩৯ বছর বয়সী এক 'যুবকের' সেই চিরসবুজ লড়াই।

তিনি লিখেছেন, 'মেসিকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেইএটা তো সবারই জানা। কী অসাধারণ একজন খেলোয়াড়! ৩৯ বছর বয়সে নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলেও তিনি আর্জেন্টিনার জার্সির প্রতি একই রকম আবেগ দেখিয়ে চলেছেনউদ্যাপন করছেন, লড়াই করছেন, কাঁদছেন এবং আবারও ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিচ্ছেন।'

ফুটবলের আদিমতম ও সুন্দরতম চির বৈরী সম্পর্কের নাম ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। মাঠের যুদ্ধ যেখানে প্রতিনিয়ত বারুদ ছড়ায়, সেখানে রিভালদোর এই পোস্ট যেন এক পশলা শান্তির বাতাস। সাবেক বার্সেলোনা তারকা লিখেছেন, 'আমি ব্রাজিলিয়ান, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এবং সব সময়ই আমাদের জাতীয় দলের সমর্থন করব। তবে আর্জেন্টিনা অজেয় নয়। অবশ্যই আমরা তাদের হারানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আমরা লাতিন আমেরিকার দলগুলোর মানসিকতা ভালো করেই জানি।'

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবলেরই অংশ, তবে আমি একটি দুর্দান্ত ম্যাচ এবং এমন একটি দলকে সম্মান ও প্রশংসা করতেও জানি, যারা মাঠে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দেয়।'

হার---জিতের ঊর্ধে উঠে যে ফুটবল ভালোবাসার জন্ম দেয়, আটলান্টার দিনটি ছিল ঠিক তেমনই এক পশলা ভালো লাগার গল্প। ফুটবল বিধাতা যেন কাল নিজেই মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলেন তাঁর প্রিয় বরপুত্রের অশ্রু আর আনন্দ।রিভালদোও তাঁর লেখায় সেই অপার্থিব সৌন্দর্যেরই বন্দনা করেছেন, 'এ ধরনের ম্যাচ ফুটবলকে আরও মহিমান্বিত করে এবং বিশ্বকাপের জন্য সত্যিই উপযুক্ত। পরবর্তী পর্বে ওঠার জন্য আর্জেন্টিনাকে অভিনন্দন।

ফোনে কথা হয়েছে, মেসির কাছ থেকে উপহারও পাবেন ক্লোসা

এ বিশ্বকাপেই মিরোস্লাভ ক্লোসার রেকর্ড ভেঙেছেন লিওনেল মেসি। দীর্ঘদিন বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটা ছিল ক্লোসার দখলে। এ বিশ্বকাপে ক্লোসার ১৬ গোল ছাড়িয়ে গেছেন মেসি, এখন তাঁর গোল ২১টি।সর্বোচ্চ গোলের এ রেকর্ড ভিনদেশি কারও কাছে হাতছাড়া হলে একটু খারাপ লাগা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই আফসোস ক্লোসার নেই। এমনকি রেকর্ড ভাঙার পর নাকি আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে কথাও হয়েছে তাঁর।ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্লোসা বলেছেন, 'মেসি এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর প্রতিভা!' এরপর মেসির সঙ্গে কথোপকথনের বর্ণনা দেন জার্মানির সাবেক এই তারকা ফুটবলার।২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইতালিয়ান ক্লাব লাৎসিওতে লিওনেল স্কালোনির সঙ্গে একই দলে খেলেছিলেন ক্লোসা। ওই বন্ধুত্বটা তাঁদের রয়ে গেছে এখনো। স্কালোনি এখন আর্জেন্টিনার কোচ। তাঁর সূত্রেই ক্লোসার কথা হয়েছে মেসির সঙ্গে।পুরো গল্পটা ক্লোসার মুখেই শুনুন, 'স্কালোনি আমার সতীর্থ ছিল। আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। মেসি আমার বিশ্বকাপের গোল করার রেকর্ড স্পর্শ করার পর স্কালোনিই আমাদের মধ্যে এই ফোনালাপের ব্যবস্থা করে দেয়। খুবই আবেগঘন মুহূর্ত ছিল এটা।'এখানেই শেষ নয়, কথোপকথনের সময় আর্জেন্টাইন অধিনায়ক তাঁকে একটি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। হাসিমুখে ক্লোসা জানান, 'সে (মেসি) আমাকে বলেছে যে সে আমাকে নিজের সই করা একটি জার্সি পাঠাবে।'২০১৪ সালে ব্রাজিলের মাটিতে জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন ক্লোসা। ওই বিশ্বকাপের ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। এ ছাড়া একাধিকবার তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন।বর্তমানে জার্মানির দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব এফসি নুরেমবার্গের কোচের দায়িত্বে থাকা ক্লোসা জানিয়েছেন, মেসির সঙ্গে নাকি কখনো এত লম্বা আলাপ হয়নি তাঁর, 'মেসির সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়েছে, যা সব সময়ই খুব আনন্দদায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু ফুটবলের বাইরে এবারই প্রথম আমরা দীর্ঘ সময় ধরে কথা বললাম।'মেসি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভাঙার পর প্রকাশ্যেই আর্জেন্টিনার এই অধিনায়কের প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন ক্লোসা। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে মেসি ১৮তম গোল করে ছাড়িয়ে যাওয়ার পর তখন জার্মানির সাবেক এই স্ট্রাইকার বলেছিলেন, 'আমার কাছে লিওনেল মেসি সর্বকালের সেরা ফুটবলার। অভিনন্দন, চ্যাম্পিয়ন!'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার

ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদারে গুরুত্ব

আগরতলা, ৯ জুলাই : ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও গভীর করার ওপর গুরুত্বারোপ করলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মহম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহ। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নই বর্তমানে প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্ক নয়, ত্রিপুরার প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের আত্মিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জানান, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই দেশের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আলোচনা চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও এদিন এ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই সংলাপ অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বর্তমানে দেশ-বিদেশের বহু বিনিয়োগকারী ত্রিপুরায় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন শিল্প ও উন্নয়নমূলক খাতে তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ আগের মতো স্বাভাবিক হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মাছ, সিমেন্টসহ বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম যাতে নির্বিঘ্নে চালানো যায়, সে বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ত্রিপুরা-বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে, যার ফলে বেশির ভাগ উপকৃত হবে বাংলাদেশই। এর ফলে উভয় দেশের জনগণের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

বেহাল কদমতলা-রানীবাড়ি-তারকপুর সড়ক, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে এলাকাবাসী

আগরতলা, ৯ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে কদমতলা থেকে রানীবাড়ি হয়ে তারকপুর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে বিএমএস-এর ব্যানারে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের ফলে এলাকায় যান চলাচল ও স্বাভাবিক জনজীবনে প্রভাব পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার করুণ অবস্থার কারণে নিত্যযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, রোগী ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। এমনকি বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হয়েও শুধু আশ্বাস ছাড়া বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের।

এলাকাবাসীরা জানান, মূল সড়কের বিকল্প হিসেবে যে রাস্তাটি ব্যবহার করা হতো, সেটিও বর্তমানে যান চলাচলের অনুপযোগী এবং অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ফলে নতুন বাজার, ধর্মনগর ও লালছড়াসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সড়ক সংস্কারের দাবিতে বিএমএস-এর ব্যানারে স্থানীয়রা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত ও সন্তোষজনক আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচি চলবে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সূর্যমণি নগরে প্রভাত ফেরি

আগরতলা, ৯ জুলাই: ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২৩ জুন থেকে শুরু হওয়া প্রভাত ফেরি কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে ১৮ সূর্যমণি নগর বিধানসভা কেন্দ্রে। ত্রিপুরা বিধানসভার উপ-অধ্যক্ষ তথা এলাকার বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই কর্মসূচি আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত চলবে। বৃহস্পতিবার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কাঁঠালতলী এলাকায় এক বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে কাঁঠালতলী এলাকা থেকে শুরু হওয়া প্রভাত ফেরিতে প্রায় চার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোল্ড স্টোরেজে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজ, অল্পেতে রক্ষা বিলোনিয়া রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা

বিলোনিয়া, ৯ জুলাই : বিলোনিয়া রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি কোল্ড স্টোরেজে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হলেও অল্পের জন্য রক্ষা পায় গোটা এলাকা। একই সঙ্গে প্রাণে বেঁচে যান কোল্ড স্টোরেজের অপারেটর।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ কোল্ড স্টোরেজ থেকে বিকট শব্দ শোনা যায়। শব্দ শুনে অপারেটর তমাল ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখেন, অ্যামোনিয়া গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে ব্যাপক হারে গ্যাস লিক হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্যাসের লিকেজ বন্ধ করার চেষ্টা করেন তমাল। ওই সময় বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে তাঁর পুরো শরীর সাদা হয়ে যায়। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলকর্মী।

দমকল কর্মীরা অক্সিজেন সিলিন্ডারের সহায়তায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে একজন অপারেটরকে দিয়ে গ্যাসের সিলিন্ডারটি বন্ধ করান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও এলাকায় কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কী কারণে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

দক্ষিণ চড়িলাম ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষক সংকট ঘিরে বিক্ষোভ, পরিদর্শনে গিয়ে অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে শিক্ষা দফতরের আধিকারিক

বিশালগড়, ৯ জুলাই: দক্ষিণ চরিলাম ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকটকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিকের মন্তব্যকে ঘিরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগে প্রশাসনের ব্যর্থতার বোঝা অভিভাবকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান হয় দক্ষিণ চরিলাম ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে। অথচ স্কুলটিতে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক-সহ অনুমোদিত শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন। এর মধ্যে একজন অসুস্থ থাকায় ছুটিতে রয়েছেন এবং আরও দু'জন জনগণনা সংক্রান্ত সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত থাকায় কার্যত পুরো বিদ্যালয়ের দায়িত্ব একাই সামলাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ভাগ্যশ্রী দেববর্মা।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস তনিমা রায়। অভিযোগ, পরিদর্শনের সময় অভিভাবকরা জানান, বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা দেরি স্কুলে আনতে বলেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, যাতে করে তিনি একসঙ্গে সবাইকে একাই পঠন পাঠন দান করতে পারেন। সেই অনুযায়ী অভিভাবকরাও কিছুটা দেরিতে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাতেই রেগে চটে যান ওই ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টর। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট দুর করার বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নিয়েই তিনি উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষক সংকট থাকলেও, ক্লাস না হলেও ছাত্রছাত্রীদের যথা সময়ে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে, তা না হলে তাঁরা যেন সন্তানদের স্কুলে না পাঠান।

এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। তাঁদের প্রশ্ন, 'কোন নির্দেশের ভিত্তিতে একজন সরকারি আধিকারিক বলতে পারেন যে বাচ্চাদের স্কুলে না পাঠাতে?' অভিভাবকদের দাবি, শিক্ষক নিয়োগ ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ রাখার পরামর্শ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান না করেই অভিভাবকদের উপর চড়াও হচ্ছেন। বিদ্যালয় যদি যথা সময়ে না খোলা হয় তবে ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যথা সময়ে উপস্থিত করিয়ে কি করবেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, রাজ্য সরকার ইংরেজি মাধ্যম সরকারি বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে শিক্ষক সংকটের কারণে সেই লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। নিয়মিত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তার ওপর দায়িত্বশীল আধিকারিকের এমন মন্তব্য তাঁদের উদ্বেগ ও ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও সামনে উঠে এসেছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা শিক্ষক সংকটের বিষয়টি। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে দ্রুত শূন্যপদ পূরণ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবি তুলেছেন অভিভাবকরা।

আইজিজিএল প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রীবাহী গাড়ি আটকে চালক-সহকারীদের পুলিশের সামনেই মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: আইজিজিএল -এর একটি নির্মাণ প্রকল্পের জন্য নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী একটি ট্রাক আটকে চালক ও তাঁর সহকারীদের ওপর রাতভর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির স্থানীয় সোনালী সংঘ ক্লাব এবং ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আরও গুরুতর অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত শ্রীনগর থানার এক পুলিশ আধিকারিকের সামনেই এই ঘটনা ঘটলেও তিনি কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। ঘটনাটি গত ২ জুলাই গভীর রাতে মলয়নগর সংলগ্ন সোনালী সংঘ ক্লাবের সামনে ঘটে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, তারা একটি ১৪ চাকার ট্রাকে করে জম্পুইজলা হয়ে আঠারোকাট এলাকায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ব্যাটারি চুরির ঘটনায় পুলিশের সাফল্য, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত; উদ্ধার দুটি চুরি যাওয়া ব্যাটারি

ধর্মনগর, ৯ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর রেলস্টেশন চৌমুহনী এলাকায় একটি ব্যাটারির দোকানে সংঘটিত চুরির ঘটনার তদন্তে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল ধর্মনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া দুটি ব্যাটারিও উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার ভোররাতে ধর্মনগর রেলস্টেশন চৌমুহনী এলাকার ব্যবসায়ী অশোক নন্দীর ব্যাটারির দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা দোকান থেকে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫টি ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় ব্যবসায়ী ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের একপর্যায়ে বুধবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর থানার পুলিশ অফিসার অরূপ দাস গোপন সূত্রে খবর পান, এক উপজাতি যুবক কয়েকটি ব্যাটারি নিয়ে ধর্মনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। খবর পাওয়ার পরই পুলিশ সাদা পোশাকে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ওই যুবককে আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশির সময় আটক যুবকের কাছ থেকে দুটি চুরি যাওয়া ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম যুক্তিরাম রিয়াং। তাঁর বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার খেদাছড়া এলাকায়। ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চুরির মামলা রুজু করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে। একই সঙ্গে চুরি হওয়া বাকি ব্যাটারিগুলি উদ্ধারের লক্ষ্যে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে। এই চুরির ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে এবং চুরি যাওয়া বাকি ব্যাটারিগুলি উদ্ধারসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত মা ও শিশু

বিশালগড়, ৯ জুলাই: স্কুল থেকে ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক মা ও তাঁর শিশু পুত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিপাহিজলা জেলার চড়িলাম বাজার সংলগ্ন সৎসঙ্গ আশ্রমের সামনে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশালগড়ের আনন্দমার্গ স্কুলে পাঠ শেষ হওয়ার পর পাপিয়া দেবনাথ তাঁর ছেলে আনিস দেবনাথকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি মারুতি গাড়ি তাঁদের সজোরে ধাক্কা মারে।

দুর্ঘটনার ফলে মা ও ছেলে দু''জনেই গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় জেলকাণ্ড: প্যারোল বঞ্চনার অভিযোগে মানবাধিকার কমিশনে রঞ্জিত

আগরতলা, ৯ জুলাই: বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি অবস্থায় আত্মহত্যা করা বিশুরাই দেববর্মা ওরফে দিলীপ দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা অভিযোগ করেছেন, সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ বন্দিকে প্যারোলের আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র বা পিটিশন ফর্ম পর্যন্ত সরবরাহ করেনি। একই সঙ্গে মৃত বন্দির অসহায় পরিবারের জন্য ঘোষিত ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দ্রুত প্রদান এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তিনি ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন।

গত ৮ জুলাই মানবাধিকার কমিশনের কাছে জমা দেওয়া দুই পাতার আবেদনপত্রে বিধায়ক উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর ভোরে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বন্দি বিশুরাই দেববর্মা ওরফে দিলীপ দেববর্মা। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্যারোল না পাওয়া এবং সেই সংক্রান্ত মানসিক চাপই আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

আবেদনপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ঘটনার পর ২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা আইনজীবী পৌষালী দত্ত, ব্যক্তিগত সচিব অসিত কুমার দাস, সমাজসেবী এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি কুসরাংতি তিপ্রাসাকে সঙ্গে নিয়ে বিশালগড় সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন। সে সময় তৎকালীন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট প্রসেনজিৎ দাস এবং সাব-জেলর নান্টু দাস তাঁদের জানান, ধর্ষণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা প্যারোল পাওয়ার যোগ্য নন।

তবে বিধায়কের অভিযোগ, এই দাবির পক্ষে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ কোনো লিখিত সরকারি নির্দেশ, আইন বা বিধি দেখাতে পারেনি। এমনকি পরবর্তীতে এ বিষয়ে লিখিতভাবে তথ্য চাওয়া হলেও আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি নিয়ম বা নির্দেশিকা তাঁর কাছে পাঠানো হয়নি।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হিসেবে আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, বন্দি বিশুরাই দেববর্মাকে প্যারোলের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র বা পিটিশন ফর্মই সরবরাহ করা হয়নি। বিধায়কের দাবি, এর ফলে একজন বন্দির আইনগত অধিকার খর্ব হয়েছে এবং বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

অন্যদিকে, উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে মৃত বন্দির পরিবার বর্তমানে চরম আর্থিক ও মানসিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বিধবা স্ত্রী দুলপতী দেববর্মা, নাবালক পুত্র ও কন্যারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলে আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় ভিলেজ চেয়ারম্যান এবং বিধায়কের পক্ষ থেকে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রমাণপত্র জমা দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত পরিবারটি ঘোষিত ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা পায়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা মানবাধিকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর 'শুভ রথযাত্রা' বিশেষ বার্ষিকী অফার

আগরতলা, ৯ জুলাই ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ১৩ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত আয়োজন করছে 'শুভ রথযাত্রা' বিশেষ বার্ষিকী অফার।

১৯৬০ সালে পবিত্র রথযাত্রার দিনে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই শুভ সূচনাকে স্মরণ করে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও গ্রাহকদের অকুণ্ঠ ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই প্রতি বছর আয়োজিত হয় 'শুভ রথযাত্রা উৎসব'।

তাই এই উৎসবের আনন্দে গ্রাহকদের জন্য রয়েছে ঝলমলে গয়নার সম্ভার, আকর্ষণীয় ছাড়, লাকি ড্র এবং একাধিক বিশেষ উপহার।

প্রতিবারের মতো এবারেরও বিশেষ আকর্ষণ হল ভগবান শ্রীজগন্নাথের ঐশ্বর্যময় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এক অনন্য স্বর্ণালঙ্কারের সংগ্রহ।

এছাড়াও রয়েছে সোনার, হীরের এবং রুপোর গয়নার বিস্তৃত সম্ভার এবং নানা আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মেকিং চার্জে ১৫ ছাড় হীরের গয়নার মেকিং চার্জে ৬৫ ছাড় রুপোর গয়নার এমআরপি-তে ১০ ছাড় গ্রহরত্নের

এমআরপি-তে ১৫ ছাড় লাকি ড্র-তে জেতার সুযোগ --- আকর্ষণীয় হোম অ্যাপ্লায়েন্স

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য রয়েছে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পবিত্র প্রসাদ এর পাশাপাশি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর জনপ্রিয় পরিষেবাগুলিও যথারীতি উপলব্ধ থাকবে 'সোনায় সোহাগা' (সোনা, রুপা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম) পুরনো সোনার বিনিময় নতুন গয়না কেনার সুবিধা IGI / GSI সার্টিফায়েড রত্নপাথর সব মিলিয়ে রথযাত্রার উৎসবের আবহে গ্রাহকদের জন্য অপেক্ষা করছে আকর্ষণীয় অফার ও ঝলমলে কেনাকাটার অভিজ্ঞতা। আজ এক প্রতীকী অনুষ্ঠানে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা এবারের বিশেষ রথযাত্রা জুয়েলারি কালেকশন উন্মোচন করেন। প্রতি বছরের মতো এবারও এই শুভ মুহূর্তটি উৎসর্গ করা হয় বিশ্বনাথ ভগবান শ্রীজগন্নাথের চরণে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "গত বছর 'শুভ রথযাত্রা' উপলক্ষে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সিংহদ্বারে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবায়েত শ্রী জগন্নাথ কুমার দইত

☛ ৭ এর পাতায় দেখুন

৭২ ঘণ্টার টানা বর্ষণে জলমগ্ন বাইশঘড়িয়া, নষ্ট শতাধিক কৃষকের সবজি চাষ

তেলিয়ামুড়া, ৯ জুলাই: টানা প্রায় ৭২ ঘণ্টার অবিরাম বর্ষণে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্যতম কৃষিপ্রধান এলাকা বাইশঘড়িয়া গ্রাম কার্যত বন্যার কবলে পড়েছে। বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এখন জলমগ্ন। মাঠের পর মাঠ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় বছরের পর বছর ধরে কৃষকদের পরিশ্রম, ঘাম ও স্বপ্ন এক নিমেষে ভেসে গেছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন এলাকার শতাধিক সবজি চাষি।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, আকস্মিকভাবে বন্যার জল কৃষিজমিতে ঢুকে পড়ায় করলা, ঝিঙে, মরিচ, শশা-সহ বিভিন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas